Monthly Hare Krishna Samachar
Regd. DA- 6037
hksamacar@gmail.com
HKSamacar

পারমার্থিক নবজাগরণের মাসিক বার্তাবহ

হরেকৃষ্ণ সমাচার

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন)
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য : কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

৭ম বর্ষ ■ সংখ্যা - ১ ○ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ ■ মাঘ - ফাল্গুন ১৪২২ বঙ্গাব্দ ■ মাধব - গোবিন্দ ৫২৯ গৌরাব্দ ■ ভিক্ষা- ৬ টাকা

৩য় পাতা: বহিসর্গ বিষয়ক আলোচনা- তত্ত্বমসি
শ্রীবৃন্দের বস্ত্র পরিধান সনাতন গোপাল দাস
৪র্থ পাতা: শ্রবণ কীর্তন ও স্মরণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
পাপমুক্তি সরল পন্থা শ্রীল প্রভুপাদ
৫ম পাতা: বিশৃংখলা থেকে সুশৃঙ্খল মহাজগতের সৃষ্টি সনাতন দাস



শ্রীল প্রভুপাদ উবাচ

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুত মিত রমনী সমাজে। আমাদের সমাজ মানে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব। সেখানে কিছু সুখ রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। না হলে মানুষ কেন সেই অবস্থায় যাওয়ার জন্য এত কঠোর পরিশ্রম করছে? কিন্তু সেই সুখ এতই নগণ্য যে তাকে মরুভূমিতে একবিন্দু জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেখানে আমাদের প্রয়োজন সমগ্র সমুদ্রের জল।"

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন
লস এ্যাঞ্জেলস, মে ১৮, ১৯৭২

ইন্দোনেশিয়ার উৎসবের শহরে সাফল্যমণ্ডিত রথযাত্রা

হরি নারায়ণ দাস, দন্তবৎ নিউজ: ইন্দোনেশিয়ার জাভার প্রবেশদ্বার বানুয়াঙ্গি শহরে প্রথমবারের ন্যায় রথযাত্রা অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বানিউয়াঙ্গি ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম একটি শহর যা উৎসবের শহর হিসেবে খ্যাত। এখানে সবসময়ই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা, ফ্যাশন শো, জলখেলা প্রভৃতি অনুষ্ঠান চলতেই থাকে। বানিউয়াঙ্গির সবচেয়ে পুরাতন ও জনপ্রিয় উৎসব হচ্ছে 'কুয়াং' যা সরকার পরিচালিত জন-শোভাযাত্রা। সারা দেশের সকল ইন্দোনেশিয়ানরাই এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। সারা বিশ্বে কৃষ্ণনাম প্রচারের জন্য মহাপ্রভুর কৃপাপুষ্ট শ্রীল প্রভুপাদ এ উৎসবকে কেন্দ্র করে এখানে প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৬৮ সালের ৭ জুলাই তাঁর ইন্দোনেশিয়ান শিষ্য শ্রীমান অনিরুদ্ধ দাসের নিকট লিখিত একটি পত্রে বলেন- "তোমাদের দেশের সকলকে চিদানন্দে মগ্ন করার জন্য আমাদের অনেক কিছু করার আছে আর রথযাত্রা হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম একটি উপায়। যদি আমরা এখানে রথযাত্রা করার সুযোগ পাই তবে তোমাদের দেশের সকলকেই দিব্যানন্দে উদ্ভাসিত করতে পারব।"



বানুয়াঙ্গিতে ছোট একটি কৃষ্ণ বলরামের মন্দির রয়েছে। গত বছর শ্রীল সুভগ স্বামী মহারাজ যখন বানুয়াঙ্গিতে আসেন তখন তিনি ভক্তদের সেখানে রথযাত্রার আয়োজন করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এখানে ভক্তসংখ্যা খুবই কম এবং বয়সে প্রবীণ। তাই তাদের পক্ষে রথযাত্রার আয়োজন করা খুবই দুরূহ। তা সত্ত্বে ও তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে আসছিলেন। অবশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুনায় 'কুয়াং' উৎসবের মধ্যদিয়ে তাদের একটি সুযোগ লাভ হয়। এ উৎসব উপলক্ষ্যে সরকার ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান জানান উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য। এ সুযোগে স্থানীয় ভক্ত বাসুদেব কৃষ্ণ দাস ও সান্ধ্য অবতার দাস 'কুয়াং' উৎসব কমিটির কাছে রথযাত্রা অনুষ্ঠান আয়োজন করার অনুমতি চান। শ্রীকৃষ্ণের অনুপ্রেরনায় তারা অনুমতি প্রদান করেন। (২য় পাতায়)

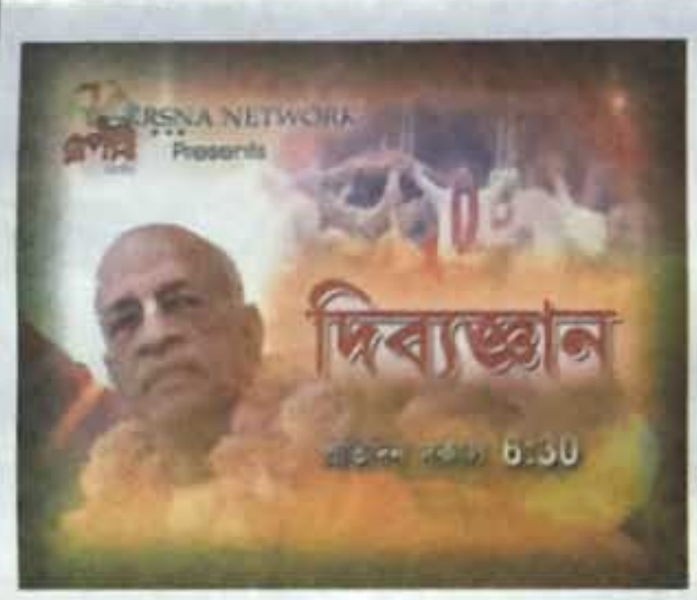






'দি স্টোরি অব গড'

দন্তবৎ নিউজ: ধর্ম বিষয়ক অধ্যাপক ও ভক্ত শ্রীমান গরুড় দাস প্রভু ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক টিভি সিরিয়্যালের জন্য 'দি স্টোরি অব গড' লেখার আমন্ত্রণ পেয়েছেন। হিন্দুত্ববাদের প্রেক্ষিতে তিনি ছয় পর্বের ধারাবাহিক প্রবন্ধ রচনা করবেন। বছরের ২য় পর্বে ৪৫টি ভাষায় ১৭২ দেশে তা প্রচার করা হবে। যদিও মর্গান ফ্রিম্যান সমগ্র রচনাটি প্রণয়নে প্রেরণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিশ্বে রচনাটি (২য় পাতায়)



হরেকৃষ্ণ সমাচার ডেস্ক: নববর্ষ থেকেই ভারতীয় স্যাটেলাইট চ্যানেল 'রূপসী বাংলা'য় প্রচারিত হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি অনুষ্ঠান 'দিব্যজ্ঞান'। প্রতিদিন ভোর ৬.৩০ মিনিট এ অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হয়। টিভি কৃষ্ণ নেটওয়ার্ক আয়োজিত ৩০ মিনিট দীর্ঘ এ অনুষ্ঠানে রয়েছে শ্রীল প্রভুপাদের কীর্তন, ভিডিও, বৈদিক

রূপসী বাংলার নতুন আয়োজন 'দিব্যজ্ঞান'

শাস্ত্র গ্রন্থের আলোকে বাংলা প্রবচন ও বিশ্বব্যাপী সনাতন ধর্ম প্রচারের ভিডিও প্রভৃতি। এর মধ্যে থাকে প্রথম চার মিনিট শ্রীল প্রভুপাদের ভিডিও (ব্যাক গ্রাউন্ডে শ্রীল প্রভুপাদের গাওয়া কীর্তন), এরপর ১৬ মিনিট শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আলোকে ইস্কনের বরিষ্ঠ ভক্তদের বাংলা প্রবচন, সর্বশেষে বিশ্বব্যাপী প্রচারের ভিডিও। (২য় পাতায়)

বৈদিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সফল প্রত্যাবর্তন

দন্তবৎ নিউজ : শ্রীল রাধানাথ স্বামী মহারাজের নিজ হাতে গড়া 'গ্লোবাল ফাউন্ডেশন ফর ইথিক্যাল এন্ড স্পিরিচুয়্যাল হেলথ' (জি.এফ.ই.এস.এইচ) এর উদ্যোগে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, এসোসিয়েশন অব মেডিক্যাল এ্যাসিট্যান্ট, এসোসিয়েশন অব হসপিটালস, মুম্বাই মেডিক্যাল সোসাইটি সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অর্ধ-সহস্রাধিক চিকিৎসক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে বৈদিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বক্তব্য উপস্থাপন করেন। চিকিৎসা পেশা কল্যাণই করবে, যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগ করবে না। মহারাজ বলেন, পত্রিকার পাতা খুললেই এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখা যায়, বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে অনেক সময় চিকিৎসাবিদগণ রোগীদের রুদ্ররোষের শিকার হন। কোনো ডাক্তার যদি নিজে রোগীদের অবস্থানে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন রোগী কোন পর্যায়ে প্রত্যাবর্তিত হলে এহেন কর্মে লিপ্ত হয়। আমাদেরকে অবশ্যই রোগীর আত্মা (২য় পাতায়)





কম্পিউটারের থেকেও দ্রুত মৌমাছি

ব্রায়ান থমাস : প্রকৃতির অদ্ভুত প্রাণী মৌমাছি অত্যন্ত জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারে যা সম্পাদন করতে কম্পিউটারেরও কয়েকদিন লেগে যাবে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদল তাদের গবেষণা থেকে এমনটিই জানিয়েছেন। সতর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তারা দেখতে পান যে মধু সংগ্রহের ক্ষেত্রে মৌমাছি সর্বনিম্ন শক্তি ব্যয় করার জন্য এক ফুল থেকে আরেক (১ম পাতায়)



এবার বার্সিলোনার আদি ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করলো বিবিটি

ইস্কন নিউজ : ইস্কনের সুবর্ণ জয়ন্তীতে শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার মানসে বিবিটি তথা ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রথম বারের মত ক্যাটালন ও কুইচুয়া ভাষায় গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উত্তর স্পেনের ক্যাটালনীয়া ও পার্শ্ববর্তী ফ্রান্সের অঞ্চল বিশেষে বসবাসরত ৯ মিলিয়ন অধিবাসী ক্যাটালন ভাষায় কথা বলেন। এছাড়াও ফ্রান্সের এন্ডোয়া, ভ্যালেন্সিয়া ও বেলারিক দ্বীপপুঞ্জের কিছু লোকও স্পেন এবং দক্ষিণ আমেরিকান বিবিটি ট্রাস্টি শ্রীমান হনুমান দাস প্রচুর মত ক্যাটালন ভাষা ব্যবহার করেন। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত একনায়কতন্ত্রাধীন থাকাকালে ক্যাটালিয়ান ভাষা স্পেনিয় ভাষা নামেই সরকারি ভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। তবে ক্যাটালান ভাষাভাষি অধিবাসীরাও গভীর দেশপ্রেম প্রদর্শন (২য় পাতায়)

নিজের সৃষ্টির কারণে ধ্বংসের মুখে মানব জাতি

হরেকৃষ্ণ সমাচার ডেস্ক: বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং বলেছেন, নিজেদের তৈরি ধারাবাহিক আপদের কারণে মানবজাতি হুমকির মুখে। মানবসৃষ্ট ধারাবাহিক আপদ বলতে- পরমাণু যুদ্ধ, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও কৃত্রিম ভাইরাসের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের আরও উন্নতি 'খারাপের নতুন মাত্রা সৃষ্টি করতে পারে' বলেও সতর্ক করেছেন এ পদার্থবিদ। সোমবার বিবিসি রেডিওর বার্ষিক 'রেইথ লেকচার' নামের অনুষ্ঠানে এক শ্রোতার প্রশ্নের উত্তরে মানব সভ্যতার এ হুমকির বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি। স্টিফেন হকিং বলেন, অন্য গ্রহে মানুষের কলোনি সৃষ্টি করতে পারলে হয়তো মানবজাতিকে বাঁচানো সম্ভব হতে পারে। বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে আমাদের অগ্রগতি ভালোই। এ নতুন নতুন আবিষ্কার ভুলের দিকেও নিয়ে যেতে পারে।' তিনি আরো উল্লেখ করেন, ভবিষ্যতে পরমাণু যুদ্ধ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃত্রিম ভাইরাস আমাদের রাজত্ব করবে, যা কিনা আমাদের-ই সৃষ্টি।' তার মতে, মানব সভ্যতা ধ্বংস করে দিতে পারে সুনির্দিষ্ট তিনটি ঘটনা। (২য় পাতায়)



সংকীর্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ- আরাধন। সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব আবির্ভাব তিথি

"নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী" এই শুভ তিথিটি সমগ্র বিশ্বে ইসকনের প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতি বছর সাড়ম্বরে পালিত হয়ে থাকে। মহান বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্তন করে গেয়েছেন–

নিতাইচের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি ॥

নিত্যানন্দের কৃপা লাভ ছাড়া ব্রজের রাধাকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায় না। তাই তাঁর কৃপা লাভের জন্য নিত্যানন্দ অভিন্ন শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের কৃপা প্রয়োজন, কেননা পারমার্থিক গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীনিত্যানন্দেরই অভিন্ন প্রকাশ। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথিকে বিশেষভাবে স্মরণ করা কৃষ্ণপ্রেম অভিলাষী প্রতিটি ভক্তের ভজনের সবিশেষ অঙ্গ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আছে–

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশ কলাঃ স
নিত্যানন্দাখ্যরামাঃ শরণং মমাস্তু ॥

– "সঙ্কর্ষণ, কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু ও অনন্তদেব– এরা যাঁর অংশকলা, সেই নিত্যানন্দ নামক বলরামের আমি শরণ গ্রহণ করি।" (চৈ.চ. আদি ১/৭)

ইন্দোনেশিয়ায় সাফল্যমন্ডিত রথযাত্রা

(১ম পাতার পর) অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরা তা আয়োজন করতে লেগে পড়েন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতমের ১/১৮/১৬ শ্লোকের তাৎপর্যে লিখেছেন "শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু তার সমস্ত কর্মই আমাদের কাছে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক আর এভাবে তিনি সর্বদাই আমাদের সীমিত ধারনারও অতীত।" এদিকে বালির একজন ভক্ত এ সুসংবাদ জানতে পেরে বানুয়াঙ্গির ভক্তদের রথযাত্রার আয়োজনে সাহায্য করার জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে লেগে পড়েন। অনেকে সপরিবারে রথযাত্রার পূর্ব দিনই বানুয়াঙ্গিতে চলে আসেন। বালি থেকে বানুয়াঙ্গির দূরত্ব মাত্র তিন বা চার ঘন্টার পথ। এছাড়া জাভা থেকেও ভক্তরা আসেন। বিকেল বেলায় ইসকন জাম্বার থেকে বানুয়াঙ্গির দিকে শ্রীজগন্নাথ বলদেব ও সুভদ্রা দেবীর আগমন ঘটে। সারা রাত ধরে ভক্তরা প্রসাদ, মাল্য তৈরি ও রথ সজ্জিত করেন। স্থানীয় হিন্দু পরিষদ রথযাত্রা উৎসবের কথা জানতে পেরে অত্যন্ত আনন্দের সাথে যোগদান করে এবং একটি হল ভাড়া করা সহ আরো নানাভাবে সাহায্য করে। শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৭০ সালে ১৯ জুলাই শ্রীল তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজের নিকট লিখিত একটি পত্রে উল্লেখ করেছিলেন যে, "তাই রথযাত্রা হচ্ছে আমাদের প্রচারের উৎসব।" রথযাত্রার দিন শ্রীবিগ্রহগণ সুন্দর বস্ত্র-অলংকার ও সুগন্ধি মাল্য পুষ্পে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সজ্জিত হন। বেলা এগারটায় তিনশতাধিক ভক্তবৃন্দের সম্মুখে শ্রীবিগ্রহগণের আরতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি শ্রীল আত্মনিবেদন স্বামী মহারাজ রথযাত্রার ইতিবৃত্ত সমন্ধে সংক্ষিপ্ত প্রবচনের পর শ্রীল সুভগ স্বামী মহারাজের একটি রেকর্ডকৃত প্রবচন শোনানো হয় যাতে ভক্তরা অত্যন্ত অনুপ্রানিত হয়ে শ্রীজগন্নাথের সন্তুষ্টির জন্য তাদের সর্বোচ্চ দিতে প্রস্তুত হন। এসময় শ্রীজগন্নাথ রথে আরোহন করলে মহারাজ আরতি নিবেদন করেন। কীর্তনের সাথে রথ টেনে স্থানীয় একটি মাঠে আনা হয় যেখান থেকে রথ শুরু হবে। ভক্তরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একটি ছোট নাটিকা প্রদর্শন করেন। রাত আট টার দিকে বানুয়াঙ্গির মেয়র পুরীর রাজার ন্যায় স্বর্ণদন্ড ধারণ করে জগন্নাথের সেবা করার মাধ্যমে রথযাত্রা উদ্বোধন করেন। মহারাজ মেয়রকে একটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ ও শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী মালা অর্পণ করেন। প্রায় ৬০০ স্থানীয় ভক্ত অত্যন্ত প্রেমভরে শ্রীজগন্নাথকে রথে আরোহন করে নিয়ে যান। ১৯৬৮ সালের ১ জুন উপেন্দ্রকে লেখা একটি চিঠিতে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেন," রথযাত্রা এতো সুন্দরভাবে আয়োজন করা উচিত যেন পার্শ্ববর্তী সকলেই এর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এতে অংশগ্রহণ করে।" শ্রীজগন্নাথ শহরের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে সকলকে কৃপাদৃষ্টি প্রদান করে ব্ল্যামবাঙ্গম মাঠে অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত অসংখ্য ভক্তবৃন্দের মাঝে এসে অবসর নেন। এসময় ভক্তবৃন্দ নৃত্যকীর্তনে মেতে ওঠে। রথযাত্রার সময়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে কীর্তন পরিবেশন করেন শ্রীমান প্রেমধন দাস। দীনধারিনী মাতাজীর অনুদানে এক হাজার কেজি কমলালেবু প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এখানে শ্রীজগন্নাথের প্রীতি বিধানার্থে মহাপবিত্রা দেবী দাসীর পরিচালনায় রাসনৃত্য পরিবেশিত হয়। অবশেষে শ্রীজগন্নাথ হিন্দু পরিষদ হলে গমন করেন। "আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট যে সকলে এই সংকীর্তনের (রাস্তায়) প্রতি এত আকৃষ্ট। এই হচ্ছে অপার্থিব বিনোদন। আর সকলকে প্রসাদ বিতরণ করাও বৈদিক শাস্ত্র কর্তৃক প্রশংসিত।" মধুদ্বিষের নিকট পত্র, ১৪ এপ্রিল, ১৯৭০। বানুয়াঙ্গির এই রথযাত্রা উৎসবটি বিশেষভাবে শ্রীপাদ সাধু জীবন প্রভুর প্রতি উৎসর্গীকৃত যিনি রথযাত্রার মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে অপ্রকট হন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই আজ ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্নস্থানে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

রূপসী বাংলার বিশেষ আয়োজন

(১ম পাতার পর) টিভি কৃষ্ণ নেটওয়ার্ক হচ্ছে শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ও শ্রীপাদ অভিরাম দাসের নির্দেশনায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্র দাসের পরিচালনায় বৃন্দাবন ভিত্তিক একটি প্রোডাকশন কোম্পানি যারা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলসহ রেডিওতে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার আলোকে কৃষ্ণভাবনা প্রচার করে থাকে। বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, আরব আমিরাত, থাইল্যান্ড সহ বিভিন্ন স্থান থেকে দেখা যাবে এ অনুষ্ঠান। আপনারা অনুষ্ঠানটি দেখতে ভুলবেন না যেন।

বৈদিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সফল

(১ম পাতার পর) তথা তার দেহে ঈশ্বর রয়েছেন এভাবে বিবেচনা করতে হবে। শুধুমাত্র দেহটিই বিবেচনায় আসলে হবে না। এশিয়ান অনকোলজি ইন্সটিটিউটের পরিচালক ডা. রমাকান্ত দেশপান্ডে (পদ্মশ্রী পদক ভূষিত) জিএস মেডিক্যাল কলেজের ডীন ও কে ই এম হাসপাতালের ডা. অবিনাশ সুপে, হিন্দুজা হাসপাতালের নার্সিং বিভাগের পরিচালক মিসেস ফলাক্ষী মাঙ্কেরকর, পুলিশের যুগ্ম কমিশনার মি. ডি ডি লক্ষী নারায়ণ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

'দি স্টোরি অব গড'

(১ম পাতার পর) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ্যযোগ্য ও বিস্ময়কর বিষয় হিসেবে স্থান লাভ করেছে। পরমেশ্বর সম্পর্কে জানবার জন্য রচনাটি ফলপ্রসুভাবে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ কাব্যগাথায় জ্যোতিষ্কবিদ্যায় ও অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানকে ধর্মের সাথে সমন্বয় করে আলোচনা করাতে, তা ভগবত্তা সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ পেয়েছে। ফ্রিম্যানের সহযোগী লরি ম্যাক ক্রিয়েরী বলেন, বর্তমান সময়ে ঈশ্বর হলেন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। এর মাধ্যমে ঈশ্বর ও বিজ্ঞানবোধ সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা আস্তিক ও নাস্তিক উভয়ের নিকট সার্বিক বিষয়বস্তু গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়েছে। চ্যানেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কার্টেনা মনরো বলেন, মানব সভ্যতায় ধর্মীয় অনুভূতি সাপেক্ষে পাণ্ডুলিপি ধারণা প্রস্তুতিতে তিনি ফ্রিম্যানকে সহায়তা করেছেন। বিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়েই তা রচিত হবে। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান রিডিলিয়েশন এন্টারটেইনমেন্ট এর অভিজ্ঞ কুশীলবগণ বিশেষ সহযোগিতা দান করেন।

কম্পিউটার থেকেও দ্রুত

(১ম পাতার পর) ফুলে যেতে সর্বনিম্ন দূরত্ব ব্যবহার করে। ইংরেজি ভাষায় একে বলা হয় 'ট্রাভেলিং সেলস প্রবলেম' যার অর্থ হচ্ছে বহু গন্তব্যের মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব নির্ণয় করা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এ বিষয়টা চিন্তা করে অবাক হয় যে ঘাসের দানার ন্যায় এতো ছোট একটি ব্রেনের মাধ্যমে মৌমাছির এ দূরত্ব নির্ণয় কীভাবে সম্ভব। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত রয়েল হলোওয়ে অনুযায়ী "মৌমাছিরা বিভিন্ন ফুলে যেতে সর্বনিম্ন দূরত্ব অতিক্রম করে এমনকি তা ভিন্নভাবে বিন্যস্ত থাকলেও।" বিজ্ঞানীরা দেখতে পান যে, মৌমাছিরা যখন অবিন্যস্তভাবে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম ফুলের সম্মুখীন হন তখন তারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়ে সর্বনিম্ন দূরত্ব নির্ণয় করে সব ফুলগুলো ভ্রমণ করে। বর্তমান প্রজন্মের কম্পিউটারগুলো এ দূরত্ব নির্ণয় করার জন্য সম্ভাব্য সকল পথদৈর্ঘ্য সমাপ্তি করে তারপর প্রত্যেক দূরত্বের সাথে তুলনা করে সর্বনিম্ন পথ নির্ণয় করে। কিন্তু এ দূরত্ব অত্যন্ত নিখুতভাবে নির্ণয়ের জন্য মৌমাছিরা নিশ্চিতভাবে অজানা কোনো সংক্ষিপ্ত এলগরিদম ব্যবহার করে সেই জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া গেলে রাস্তায় যানজট ও মানুষের ডাটা নেটওয়ার্কের সমস্ত সমস্যা দূর করা যেত। এ জ্ঞান তাদেরকে ক্রাশ ল্যান্ডিং থেকেও দূরে রাখে। বিজ্ঞানীরা এরকম আরো প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন রকমের গুনাবলী দেখতে পান। যেমন পিঁপড়ের ট্রাফিক ব্যবস্থা মানুষের থেকে উন্নত। মানুষ সুপারফাস্ট কম্পিউটারের সাহায্যে যে এলগরিদমের সমাধান করতে পারে না প্রকৃতির নির্মাতা তা নিশ্চিতভাবেই এ সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে সেই বুদ্ধিমত্তা প্রদান করেছেন। প্রকৃতি নিজে নিজেই এ সমস্ত জটিল প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারে না। এমনকি যদি তা সম্ভবও হতো তবে তা ওই ধরণের ক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণীদের মধ্যে প্রবেশ করানোর মতো শক্তি কোথা থেকে লাভ করতো। পিঁপড়াসহ অন্যান্য জীবের ন্যায় মৌমাছির দেহ অনেক দক্ষতার সাথে ডিজাইন করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে তাদের ডিজাইনার সাধারণ মানুষের থেকে অনেক অনেক বেশি কৌশলী যার বিশ্লেষণী বুদ্ধিমত্তার দ্বারা অনন্যভাবে এ সমস্ত জীববৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।

এবার বার্সিলোনার আদি ভাষায়

(১ম পাতার পর) করে থাকেন। তাই মাতৃভাষায় পুস্তক না থাকাতে তাদের মধ্যে গ্রন্থ বিতরণ সহজ হয়নি। ফলে স্পেনের অন্যতম শহর বার্সিলোনাতে ক্যাটালন ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ বিবিটির মাধ্যমে সফল হতে চলেছে। সুবর্ণ জয়ন্তীতে বার্সিলোনা মন্দির অধ্যক্ষ শ্রীমান ভক্তিচা দাস সেই সুখবরটি জনসমক্ষে প্রচার করেছেন। এক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞ অনুবাদক শ্রীমান কার্মেন বোসাকে মনোনীত করা হয়। বছরের যেকোনো সময় প্রকাশিত হলে আত্মজিজ্ঞাসু ও যোগ অনুশীলনে আগ্রহী ক্যাটালন ভাষার জনগণ তাদের পছন্দের গ্রন্থ সাদরে গ্রহণ করবে। আর্জেন্টিনা, চিলির উত্তরাঞ্চল, পেরু ও বলিভিয়ার অধিকাংশ এলাকা, ইকুয়েডোরের একাংশে বসবাসরত প্রায় এক কোটি কুইচুয়া ভাষার অধিবাসীগণকে প্রাধান্য দিয়ে ইনকা সাম্রাজ্যের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শ্রীমান হনুমান দাস প্রভুর মতে, কুইচুয়া ভাষা শুধু মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, পাঠের কোন ব্যবস্থা ছিল না। এহেন অবস্থায় সরকার বিদ্যালয়ে ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি করাতে শিশু ও কিশোরগণ ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে বিবিটি স্পেনিশ ও কুইচুয়া ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করবে। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ শ্রীমান মধুরেশ দাস প্রভুর সংকলনে এবং বিশেষ অনুবাদকের মাধ্যমে রূপ লাভ করেছে। সাথে সাথে নয়ন মঞ্জরী দাসী মাতাজী শ্রীল প্রভুপাদের লেখনীর সাথে সাদৃশ্যতা মূল্যায়ন করেছেন। এছাড়াও পুস্তকের বিভিন্ন চিত্র এঁকেছেন চিত্রকর নয়ন মঞ্জরী দাসী । ইতোমধ্যে তিনি বলিভিয়ান চিত্রকরের সহায়তায় স্থানীয় চিত্রকলা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের মনোভিলাষ তথা সকল ভাষায় গ্রন্থ প্রচার বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করার জন্য এসপারান্টো ভাষায়ও প্রকাশিত গ্রন্থ জনসমক্ষে সুলভ হয়েছে।

নিজের সৃষ্টির কারণে

(১ম পাতার পর) ১) আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)– গবেষকদের একটি দল আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের ব্যাপারে শঙ্কিত এবং এদের দলেই আছেন স্টিফেন হকিং। তাদের ধারণা, এই বুদ্ধিমত্তা এক সময়ে মানুষকে ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং মানুষের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। কিন্তু অনেক গবেষক আবার মনে করেন, এমন শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরির প্রযুক্তি এখনো মানুষের নেই।

২) মানব আগ্রাসন– আমাদের তৈরি করা যন্ত্রই আমাদের ধ্বংস করে ফেলতে পারে এমনটাই নয়, বরং আমরা নিজেরাই নিজেদের বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাড়াতে পারি। হকিং এর মতে, মানুষের সবচাইতে বড় ত্রুটি হলো আগ্রাসন। উদাহরণ হিসেবে, একটি বড় ধরণের নিউক্লিয়ার যুদ্ধ খুব কম সময়েই সভ্যতা ধ্বংস করে দিতে পারে এবং পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে পারে মানুষের চিহ্ন।

৩) ভিন্নগ্রহের প্রাণী– ২০১০ সালে হকিং বলেন, যদি পৃথিবীর বাইরে বুদ্ধিমান প্রাণী থেকেও থাকে, তবে এটা ভাবার কারণ নেই যে তারা মানুষের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করবে। বরং তারা হতে পারে বেশ বিপজ্জনক। তারা পৃথিবীতে কলোনি সৃষ্টি করতে গিয়ে মানব সভ্যতা ধ্বংস করে ফেলতে পারে অথবা পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ সব তুলে নিয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, 'এই বিপদের কারণে আমরা নিজেদের উন্নতির পথ বন্ধ করতে যাচ্ছি না। কিন্তু আমাদের সবার উচিত বিপর্যয়ের বিষয়টি স্বীকৃতি দেয়া এবং সেগুলো নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নেয়া।' তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমাদের জটিল ও বিশাল বিশ্ব সম্বন্ধে তাদের কৌতূহলী চেতনা বজায় রাখতে হবে। তথ্যসূত্র- বিবিসি ও প্রিয় ডটকম।

গ্রন্থ বিতরণ আমাদের

(৮ম পাতার পর) পরিবার তৈরি করেন। এ সকল ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং প্রচারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সারা পৃথিবীতে প্রচারের দিক থেকে সবসময় শীর্ষস্থানীয়। তাই প্রায় দেড় বছর পূর্বে সারা পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় ভক্তরা বৈশেষিক প্রভুকে তাঁর এ ব্যাপক গ্রন্থ প্রচারের কৌশল এবং সাফল্যের রহস্য সমন্ধে জানাতে অনুরোধ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি এ গ্রন্থটি লেখা আরম্ভ করেন।

এটা সত্যিই অসাধারণ অভিজ্ঞতা যা আমি সারাজীবন ধরে অর্জন করেছি। আমি উপলব্ধি করেছি কিভাবে এ গ্রন্থটি আমার জীবনকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। তিনি বলেন 'পারিবারিক ব্যবসা' এ গ্রন্থটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম অংশে বর্ণনা করা হয়েছে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাসে ১৯৭৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গ্রন্থ প্রচারের ইতিবৃত্ত। এ অংশে আমেরিকাসহ সারা পৃথিবীতে কিভাবে গ্রন্থ প্রচারের ব্যাপকতা ছড়িয়ে পড়ে তা আলোচিত হয়েছে। "আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, কিভাবে শ্রীল প্রভুপাদ কপর্দকশূন্য অবস্থা থেকেই ব্যাপকভাবে গ্রন্থ প্রচার করেছিলেন। এটা যেন Hewlett Packard and Apple এর সেই গ্যারেজের কাহিনীর মতো। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর এ পারিবারিক ব্যবসাটিকে ঠিক যেন একই রকম ভাবে বৃন্দাবনের একটি ধূলিতে আচ্ছন্ন কক্ষ থেকে কিভাবে সারা পৃথিবীতে তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন"– বৈশেষিক প্রভু ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি এটাকে আখ্যায়িত করেন 'আধ্যাত্মিক উদ্যোক্তা'।

প্রথম অংশে তিনি আরও উল্লেখ করেন, "তিনি কিভাবে তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে গ্রন্থ পেয়েছিলেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন কেন ইসকন ভক্তরা গ্রন্থ প্রচার করে। 'অসির চেয়ে মসি বড়' অর্থাৎ কিভাবে লেখনীর মাধ্যমে মানুষকে পরিবর্তন করা সম্ভব এবং কৃষ্ণভাবনামৃত লেখনীর মাধ্যমে সারাপৃথিবীতে প্রচারিত করছে। তিনি এ গ্রন্থকে যুগধর্মের অংশ হিসেবেও আলোচনা করেন। যেমনটি শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন এবং গ্রন্থ প্রচারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ গ্রন্থ প্রচার এক ধরণের সংকীর্তন। এ অংশে আরো ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে কীভাবে গ্রন্থ বিতরণও একটি বিরাট সাধনা কেননা সেখানে আপনাকে বিরূপ পরিবেশের সম্মুখীন হয়ে বেড়ে ওঠা শেখায়। তৃতীয় অংশে তিনি সফল গ্রন্থ বিতরণের নব নব কৌশল বর্ণনা করেন যা সংকীর্তনকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করেছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি কৌশল হচ্ছে মাসিক সংকীর্তন উৎসব যেখানে ভক্তরা মাসে একবার গ্রন্থ প্রচারের জন্য বাইরে যায়। বৈশেষিক প্রভু বলেন গ্রন্থ বিতরণের চারটি আইন বা নীতি আপনাকে পালন করতে হবে। সেগুলো হচ্ছে ১. আপনার সাধনা অবশ্যই অত্যন্ত শক্তিশালী হতে হবে, ২. আপনার অবশ্যই গ্রন্থ পড়া থাকতে হবে তা না হলে আপনি গ্রন্থ প্রচার করতে পারবেন না, ৩. আপনি যত দেখাবেন ততই প্রচার হবে এবং ৪. আপনাকে অবশ্যই সংগঠিত হতে হবে।

টপ থ্রিতে স্থান পেল

(৮ম পাতার পর) স্থান লাভ করেন। মাদি দাস অত্যন্ত আনন্দে সাথে বলেন যে এ্যালবামের সমুদয় অর্থ বৃন্দাবনের সুবিধাবঞ্চিত অনাথ মেয়েশিশুদের কল্যাণে ব্যয় হবে। গৌরবাণী, পুরুষার্থ দাস, সান্তলা সংগীত গোষ্ঠীর বেনজি বান্টিমার ও আমেরিকান কবি জন সেদ্রর সংমিশ্রণে 'দি হনুমান' এ্যালবামটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। তাদের সংগীতমালায় 'লিপস এন্ড বাউন্ডস, ইন্সপায়ারিং, ইনসাইটফুল, ইলুমিনেটিং এবং হরিনাম জপ, শাস্ত্রীয় পদ্যাংশ, বিশ্ব সংগীত, ভাব সংগীত স্থান পায়। ১ম স্থান লাভকারী জাহ্নবী হ্যারিসন হল ইসকন ভক্তদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে নবীনা। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যা শ্রীমান কৃপাময় দাসের দুহিতা জাহ্নবী হ্যারিসন মূলত গৌরবাণীর রচিত 'লাইক এ রিভার টু দ্যা সি' সাপেক্ষে সর্বাধিক সুপরিচিতি লাভ করেন।

শ্রীল সুভগ স্বামী মহারাজের ৭৫তম

(৮ম পাতার পর) গুরুমহারাজের ব্যাসপূজা। ইসকন প্রতিষ্ঠার ৫০তম বছর উপলক্ষে শ্রীল গুরুমহারাজ ২- ৫ জানুয়ারি এ মন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদ কথামৃত পরিবেশন করেন। ২রা জানুয়ারি মন্দিরের নতুন ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে বৈদিক যজ্ঞ ও জগন্নাথ-বলদেব- সুভদ্রাদেবীর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল গুরুমহারাজ এ যজ্ঞ ও অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় শ্রীল গুরুমহারাজের অধিবাস। ৩ জানুয়ারি প্রভাতে ইসকন সহ-সভাপতি শ্রীপাদ নবদ্বীপ দ্বিজ গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারীর নেতৃত্বে নেত্রকোনা শহরে নগর সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে শ্রীল প্রভুপাদের অভিষেকের মধ্যদিয়ে ব্যাসপূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। শ্রীল গুরুমহারাজ নিজ হাতে শ্রীল প্রভুপাদের অভিষেক সম্পন্ন করেন। অভিষেক অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ইসকন স্বামীবাগ আশ্রমের ম্যানেজার শ্রীপাদ মাধব মুরারি দাস ব্রহ্মচারী। প্রভুপাদের অভিষেক অন্তে শুরু হয় গুরু পূজা। পুষ্পসজ্জিত আসনে উপবিষ্ট শ্রীল গুরুমহারাজের উদ্দেশ্যে করে গুরুবন্দনা স্তবের মধ্যদিয়ে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করা হয়। হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থী মুগ্ধদৃষ্টিতে গুরুপূজা দর্শন করেন এবং পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করে গুরুমহারাজের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে ব্যাসপূজার তাৎপর্য তুলে ধরে শ্রীল গুরুমহারাজ প্রবচন প্রদান করেন। এরপর শুরু হয় শ্রীল গুরুমহারাজের গুণমহিমা কীর্তন। বিভিন্ন মন্দির থেকে আগত অধ্যক্ষ ও গুরুমহারাজের শিষ্য এবং শুভাকাঙ্ক্ষিগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। তারপর আগত সকল ভক্তদের মাঝে বিতরণ করা হয় অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ। তাছাড়া রাতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভজন কীর্তন, উপজাতি নৃত্য, বৈদিক নৃত্য ও গুরু মহারাজের স্মৃতিচারণ ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। তিনদিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসকন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপাদ চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী। তাছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠান সাফল্যমন্ডিত করতে বাংলাদেশের প্রবীণ নেতৃস্থানীয় ভক্তগণ যোগদান করেন। সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ইসকন শ্রীশ্রী জগন্নাথ বল্লভ মন্দির, নেত্রকোনা এর অধ্যক্ষ শ্রী জয়রাম দাস ব্রহ্মচারী। মহারাজ এবার প্রায় দেড় মাস অবস্থান করে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনাসহ বিভিন্ন স্থানে প্রচার করেন।

সাফল্যমন্ডিত ক্যারিবীয় যুবযাত্রা

(৮ম পাতার পর) এলাকাতে রথযাত্রা সহযোগে কীর্তন পরিক্রমা করেন। মঞ্চ অনুষ্ঠানে ঘন্টাব্যাপী, কীর্তন, ভরতনাট্যম নৃত্য, পরমধামে পৌছানোর জন্য আত্মার আকৃতি বিষয়ক অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারপর তারা ডমিনিকানে

শ্রীল জীব গোস্বামী বিরচিত
ষটসন্দর্ভ বিষয়ক আলোচনা

২য় পর্ব - তত্ত্বসন্দর্ভ

■ মৃগনয়না গোপী দেবী দাসী

সন্দর্ভ কথাটির অর্থ হলো 'নির্যাস' বা 'সারতত্ত্ব'। ষট মানে হচ্ছে ছয়। ষটসন্দর্ভ হলো ছয়টি প্রবন্ধ, যাতে পরম সত্যকে ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। এই ছয়টি প্রবন্ধে লেখক সুন্দরভাবে ৩টি বিষয় উল্লেখ করেছেন– (১) শ্রীমদ্ভাগবতম হচ্ছে জ্ঞানের পরম উৎস, (২) বৃন্দাবনে লীলায় কৃষ্ণ 'স্বয়ম ভগবান' – পরম পুরুষোত্তম ভগবান, (৩) প্রেম অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য, যার সাথে নির্বিশেষবাদীদের মতো লীন হয়ে যাওয়ার আনন্দের কোনো তুলনা হতে পারে না।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রথম বিষয়টি তত্ত্ব সন্দর্ভে, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণসন্দর্ভ এবং তৃতীয়টি প্রীতিসন্দর্ভে উপস্থাপন করেছেন। 'তত্ত্ব সন্দর্ভ' বা 'সত্যের প্রকৃত সত্তা'র মাধ্যমে শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর প্রবন্ধের সূচনা করেছেন। ছয়টি সন্দর্ভের মধ্যে এটি আকারে সবচেয়ে ছোট কিন্তু মাহাত্ম্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণভাবনামৃতের জ্ঞান তত্ত্ব উপস্থাপনের মাধ্যমে শ্রীল জীব গোস্বামী কৃষ্ণভাবনামৃতের দর্শনের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরিশেষে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সমস্ত মানুষের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতম *গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ* প্রামাণিক শাস্ত্র।

শ্রী তত্ত্ব সন্দর্ভে দুটি ভাগ রয়েছে। প্রথম ভাগে তিনি সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছেন যে 'প্রমাণ' কোন সাধারণ জ্ঞান নয় বরং এটি মানুষের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অতীত অপ্রাকৃত জ্ঞান এবং এই অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভের প্রকৃত উপায় সম্বন্ধে তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন 'প্রমেয়' বা জ্ঞানের বিষয়বস্তু। ষট্ সন্দর্ভ রচনার প্রারম্ভে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের (১১/৫/৩২) শ্লোকের মাধ্যমে প্রার্থনা করেছেন–

কৃষ্ণবর্ণম্ ত্বিষাকৃষ্ণম্ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম।
যজ্ঞৈ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস ॥

অর্থ : কলিযুগে যেসব বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবৎ আরাধনার উদ্দেশ্যে সঙ্কীর্তন যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁরা অবিরাম শ্রীকৃষ্ণের নামগানের মাধ্যমে ভগবৎ অবতারের আরাধনা করে থাকেন। যদিও তাঁর দেহ কৃষ্ণবর্ণ নয়, তা হলেও তিনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর সঙ্গে পার্ষদরূপে রয়েছেন তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গীরা, সেবক গণ, অস্ত্র এবং সহযোগীবৃন্দ।

এ শ্লোকের মাধ্যমে শ্রীল জীব গোস্বামী পরোক্ষভাবে আমাদের বলেছেন যে, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন তাঁর পরমারাধ্য ভগবান এবং শ্রীমদ্ভাগবতম হচ্ছে শাস্ত্রের চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। পরে তিনি সন্দর্ভ রচনার কারণগুলো ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপ গোস্বামীর নির্দেশে তিনি সন্দর্ভ রচনার রচনা সেবা গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী চরণে সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, যার রচিত খসড়া ও প্রাথমিক প্রচেষ্টা সন্দর্ভ রচনার ভিত্তিকে দৃঢ় আকার দান করেছে।

তারপর শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন এই গ্রন্থটি যাদের জন্য রচিত, "আমি তাদের জন্য গ্রন্থটি রচনা করেছি যারা শুধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সেবা লাভে আকাঙ্ক্ষী। অনুগ্রহ করে তারা আমার এ গ্রন্থটি অন্য কাউকে পড়তে দেবেন না। আমার অভিশাপ তাদের জন্য যারা গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে ভগবানের শ্রীচরণে সেবা লাভে আগ্রহী হবে না।" শেষের কথাটি পুনরায় স্মরণ করে আমাদের প্রতিজ্ঞা করা উচিত, যাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেবা মনোভাব নেই, তাদেরকে গ্রন্থটি না দেখাব না।

প্রমাণাদি: জ্ঞান লাভের বৈধ উপায়

গ্রন্থটির প্রারম্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী একটি শ্লোক উদ্ধৃতির মাধ্যমে সমগ্র পারমার্থিক জীবনের তিনটি প্রধান ভাগের কথা উল্লেখ করেছেন– (১) পরম পুরুষ ভগবানের সাথে আমাদের সম্পর্কের জ্ঞান– সম্বন্ধ, (২) এ জ্ঞান উপলব্ধির প্রক্রিয়া- অভিধেয় এবং (৩) জীবনের পরম লক্ষ্য- প্রয়োজন।

এরপর তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন– "কোথায় আমরা এ বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণ পাব?" উত্তরে তিনি দশ রকমের প্রমাণ বা জ্ঞান অর্জনের উপায় লিপিবদ্ধ করেছেন, যা ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত ধারায় প্রাপ্ত। এ দশ প্রকার হ্রাস করে তিন প্রকারে পরিণত করেছেন। কারণ এ তিনটিই অন্য সাতটিকে ধারণ করে আছে। দ্বৈতদর্শন প্রবক্তা শ্রীল মধ্বাচার্য এভাবে সেটি ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ কর্তৃক বর্ণিত প্রমাণগুলো হচ্ছে– (১) ইন্দ্রিয় দ্বারা সরাসরি অনুভব করা (প্রত্যক্ষ), (২) সিদ্ধান্ত গ্রহণ (অনুমান) এবং (৩) শব্দ প্রমাণ (শব্দ)। এগুলোর মধ্যে তিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষকরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রত্যাখান করেছেন, কারণ তা অনির্ভরযোগ্য। তিনি বলেছেন, বদ্ধজীবের চারটি ত্রুটি নিয়ত বর্তমান। সকলেই ভুল করে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো অপূর্ণ, আমরা সকলেই মায়া দ্বারা বিভ্রান্ত হই এবং সকলেরই প্রতারণা করার প্রবণতা রয়েছে। যে জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং অপ্রাকৃত সেই জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে জ্ঞান অর্জন করা নির্ভরযোগ্য নয় এবং সম্পূর্ণই ব্যর্থ। আর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জ্ঞান অর্জনের উপায়কে তিনি প্রত্যাখান করেছেন। কারণ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করার পরই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়, যা ইতিমধ্যেই অসম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত। সংক্ষেপে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করে (প্রত্যক্ষ) সরাসরি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে (অনুমান) পরোক্ষভাবে একই ধরণের ত্রুটি বিদ্যমান। পরিশেষে, শ্রীল জীব গোস্বামী শব্দ প্রমাণকেই জ্ঞান অর্জনের নির্ভরযোগ্য উপায় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এই মাধ্যমেই চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত ও ভগবদ্ অবতারগণের সঙ্কলিত জ্ঞান বিতরণ করা সম্ভব।

শব্দ প্রমাণ দুই প্রকার। এক প্রকার শব্দ প্রমাণ হচ্ছে ডাক্তার, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট শ্রবণ করা। কিন্তু এসকল উৎসের কোনোটাই নির্ভরযোগ্য নয়, কেননা তা মানুষের উল্লেখিত চারটি ত্রুটি দ্বারা সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় প্রকার শব্দ প্রমাণকে বলা হয় 'অপৌরুষেয় শব্দ'– যা কোনো মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট নয়। এই অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান ভগবান প্রকাশ করেন। এ অতি মানবীয় অপ্রাকৃত জ্ঞান মনুষ্যজাত চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, যেহেতু এ অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভের আমাদের অন্য কোনো উপায় নেই – তাই শব্দ প্রমাণই প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান লাভের জন্য উপযুক্ত।

এসকল ত্রুটি মুক্ত জ্ঞান প্রাপ্তি উৎস কোথায়? শ্রীল জীব গোস্বামী নিশ্চিত করেছেন যে, বেদ-ই যথার্থ উত্তর। প্রকৃতপক্ষে বেদ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর দ্বারা রচিত নয়। বেদ ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী, যা প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার কাছে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রহ্মা তারপর পরম্পরা ক্রমে এ জ্ঞান প্রদান করেন। যেহেতু বেদ মানুষের ইন্দ্রিয়জাত অনুমান দ্বারা রচিত নয় অথবা মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট নয়। বেদের প্রকৃত জ্ঞান অপরিবর্তনীয়। তাই বেদই পরম জ্ঞান লাভের সর্বোত্তম উৎস।

যেকেউ জীব গোস্বামীর দ্বিমত পোষণ করতে পারে। ভগবান প্রদত্ত দিব্যজ্ঞানকে পৌরাণিক কাহিনী বলে মনে হতে পারে। জীব গোস্বামী সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত উপায়রূপে তিনি অপৌরুষেয় শব্দ ব্রহ্মকেই বুঝিয়েছেন। যদি আমরা শব্দকে প্রমাণরূপে স্বীকার না করি, তবে আমরা সর্বোচ্চ যেটা কল্পনা করতে পারি তা হলো, "পরম সত্য নিশ্চয়ই রয়েছে। পরম সত্য বলে অবশ্যই কিছু না কিছু থাকবে।" এভাবে মনোকল্পিত জল্পনার কল্পনার যথার্থ মূল্যায়ণ করার জন্য কোনো যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায়, তা পাশ্চাত্য দর্শনের ভাবধারার গতিতে অন্তহীন ব্যর্থ বিতর্কে পরিণত হবে। তাই জীব গোস্বামী এগুলো উপেক্ষা করে তাঁর মূল্যের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন, বেদ সমগ্ররূপে প্রকাশিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে বেদরূপী জ্ঞানবৃক্ষে ১১৩০টি শাখা রয়েছে। কিন্তু সমকালীন আচার্যবর্গ মাত্র ২০টি শাখার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই এ ক্ষুদ্র পরিসরে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত কোনো বিষয়বস্তু অত্যন্ত দুর্বোধ্য এবং এ জ্ঞান শিক্ষা দিতে সক্ষম আচার্যবর্গের পরম্পরা ছিন্ন হয়ে গেছে। এমনকি মাত্র ২০টি শাখার ব্যাখ্যা এত বিস্তৃত যা এ ক্ষুদ্র মানব জীবনে আয়ত্ত্ব করা সম্ভব নয়। প্রথাগতভাবে, বেদশিক্ষা সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিলো না। শুধু ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিত শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য ছিলো। এভাবে শ্রীল জীব গোস্বামী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, বেদের নিগূঢ় জ্ঞান সরাসরি অধ্যয়ন করে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। বিকল্প উপায় রূপে, তিনি পুরাণ সমূহ অধ্যয়ন করার প্রস্তাব করলেন। কারণ উৎসও এক এবং এটাও অপৌরুষেয় শব্দ। যারা বেদের প্রকৃতজ্ঞান উপলব্ধি করতে অসমর্থ, তাদের জন্যই পুরাণ রচিত হয়েছে। পুরাণ হলো 'বেদের পূরণ'। এরপর তিনি পুরাণাদি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন যে, প্রত্যেক পুরাণেই এক নির্দিষ্ট আরাধ্য দেবতাই প্রধান। শিব পুরাণে বলা হয়েছে শিবই হচ্ছেন পরমেশ্বর। স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে স্কন্দই প্রধান বা পরমেশ্বর, দেবী পুরাণে বলা হয়েছে দেবীই হচ্ছেন মহান। এরকম ১৮টি পুরাণ রয়েছে। তাই কিভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়?

একক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে জীব গোস্বামী আরও বিশ্লেষণ করলেন। তিনি দেখলেন যে, ১৮টি পুরাণে ৩টি ভাগ রয়েছে। ছয়টি পুরাণ তমোগুণে, ছয়টি রজগুণে এবং অপর ছয়টি সত্ত্বগুণের ভিত্তিতে রচিত। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেন, সত্ত্বগুণের পুরাণের দিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। কেননা ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তমোগুণ অজ্ঞতার দিকে, রজোগুণ কামনা বাসনার দিকে এবং সত্ত্বগুণ নির্মল জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে। কিন্তু সত্ত্বগুণের দ্বারা আধারিত এ ছয়টি পুরাণ বিশ্লেষণ করেও কিছু বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়। শ্রীরাম, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীবিষ্ণু অথবা শ্রীকৃষ্ণ এদের মধ্যে কে পরম পুরুষোত্তম ভগবান। এখানে জীব গোস্বামী ভিন্ন উপায় অবলম্বন করলেন। তিনি বললেন যে, যদি এমন গ্রন্থ পাওয়া যায় যা, প্রামাণিক গুরুপরম্পরায় (৬ষ্ঠ পাতায়)



নিত্যানন্দ লীলাবিলাস

ড: প্রেমাঞ্জন দাস

মহাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে শ্রীঅনন্তদেব বহু পূর্বেই রাঢ়দেশে অবতীর্ণ হয়ে আছেন। শিশুকাল থেকেই সুস্থির, সুবুদ্ধি এবং সমস্ত গুণের সাগর। কন্দর্প কোটি লাবণ্যের ধাম। তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই রাঢ়দেশে সর্ব সুমঙ্গল প্রকাশিত হল। পিতা হাড়াই পণ্ডিত আর মাতা পদ্মাবতী আদর করে নাম রাখলেন নিতাই। শিশুকাল থেকেই নিতাই তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলার ছলে সমস্ত রকমের কৃষ্ণলীলার অভিনয় করতেন। একদিন লক্ষ্মণের শক্তিশেল অভিনয় চলছে। একটি শিশু রাবণ সেজে নিতাইয়ের বুকে একটি পদ্মফুল ছুঁড়ে দিয়ে বলল : "এই যে আমি শক্তিশেল নিক্ষেপ করলাম। সামলাও দেখি লক্ষ্মণ।" ঠিক সেই মুহূর্তে লক্ষ্মণের ভাবে তন্ময় নিতাই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। বস্তুতপক্ষেই তার হৃদস্পন্দন এবং নাড়ীর স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল। সমস্ত শিশুরা কপালে হাত দিয়ে কাঁদতে লাগল। একথা শুনে পিতা মাতা দু'জনেই দৌড়ে গেলেন নিতাইকে দেখতে। দেখলেন, শিশুর হৃদস্পন্দন এবং নাড়ী স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে। সন্তানের এই অবস্থা দেখে পিতা মাতা দু'জনেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। অন্য শিশুদের কাছে নাটকের বৃত্তান্ত শুনে কেউ কেউ বললেন, "ভাবাবেগ থেকেই এমনটি হল। শোনা যায়, একজন দশরথের অভিনয় করতে গিয়ে রাম বনবাসী শুনে ভাবে অভিভূত হয়ে দেহ ত্যাগ করেছিলেন। ঠিক আছে, তোমাদের মধ্যে যে হনুমান সেজেছে, তাকে বল গন্ধমাদন থেকে মৃত সঞ্জীবনী নিয়ে আসতে।"

একথা শুনে যে শিশুটি হনুমান সেজেছিল, তার খেয়াল হল-- তাই তো, মূর্ছা যাওয়ার আগে নিতাই তো আমাকে একথাই শিখিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে হনুমান দৌড়ে গিয়ে বহু প্রতিবন্ধকতা জড় করে ঔষধ নিয়ে এল এবং বেটে তা নিতাইয়ের নাকের কাছে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাই উঠে বসলেন। তা দেখে পিতা-মাতা আদি সকলেই হেসে উঠলেন। একদিন এক সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুর বাড়িতে অতিথি হয়ে এলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর পিতা হাড়াই (৬ষ্ঠ পাতায়)

সান্দিপনী মুনির মা পৌর্ণমাসী দেবী সর্বতত্ত্বে অভিজ্ঞা। তিনি ব্রজ মণ্ডলে বয়োজ্যেষ্ঠা এবং সবারই শ্রদ্ধেয়া। নারদ মুনির শিষ্যা। তাঁকে দর্শন করলে লোকের মন আনন্দিত হয়। সমস্ত সংশয় দূর হয়। সমস্ত উৎকণ্ঠার উপশম হয়। কিভাবে চলতে হবে, কিসে মঙ্গল হবে, কিসে ধনসম্পদ সমৃদ্ধ হবে, কিসে সমাজের সবাই সুখী থাকতে পারবে এসব ব্যাপারে তিনি লোকদের কিছু কিছু নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং ব্রজবাসীরা তাঁর কথামতো দিন যাপন করবার জন্য যত্ন নিতেন। এমন নয় যে, তিনি চেম্বার খুলে বসেছেন ভাগ্য বিচার করবার জন্য, কিংবা ভিজিট ফি নিয়ে হস্তরেখা বিচার করছেন, কিংবা পাথর বা শিকড় দিচ্ছেন তা নয়। তিনি প্রায় সময়ই শ্রীভগবানের নাম জপ করেন এবং সবার কল্যাণ কামনা করেন। আমাদের সমাজে বয়স্ক লোকেরা ঠিক ঠিক মনের মতো হয় না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধা জ্ঞানবৃদ্ধা পৌর্ণমাসী দেবী সমাজের সবারই বেশ মনের মতো ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তপস্বিনীও বটে।

মাঘ মাস। শীতকাল। ঠাণ্ডা উত্তরে হাওয়া বয়। গাছের পাতাগুলো প্রায়ই ঝরে ঝরে যায়। কিন্তু হৃদয়ের আশা যাতে ঝরে না যায়, সেই চিন্তা করতে হয়। ঝরা পাতা ঝরে যাক, আসুক নতুন জীবন, আসুক সেই মধুর বসন্ত।

ভগবৎভাবনাময়ী পৌর্ণমাসী দেবী চিন্তা করতে লাগলেন, কত যুগ ধরে কত সাধক-সাধিকা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভের বাসনা করেছে। তারা তো ভগবানের কাছ থেকে এই বৃন্দাবনে গোপকন্যা রূপে জন্মাবার এবং তাদের অভীষ্ট পূর্ণ হওয়ার আশীর্বাদ লাভ করেছে। সেই শ্রীকৃষ্ণও রয়েছে, সেই গোপকন্যারাও রয়েছে, কিন্তু তাদের মেলবন্ধন হয়নি। নব বসন্তের আগমনের সূচনাতেই তাদের মেলবন্ধন করানোটাই আমার প্রথম কাজ।

শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী

শ্রী সনাতন গোপাল দাস ব্রহ্মচারী



পৌর্ণমাসী দেবী ব্রজের ঘরে ঘরে প্রচার করলেন যে, তোমাদের মেয়েরা সবাই সৌভাগ্যবতী হবে যদি তারা সবাই নতুন বসন পরে পূজার্ঘ্য নিয়ে বসন্তরাজের পূজা করে। বসন্ত বট স্থানে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সকাল সকাল গিয়ে বসন্ত রাজের পূজা করতে হবে। বসন্ত রাজের কৃপার ফলে সবাই সুখী হয়, সুমতি সম্পন্ন হয়, সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। পৌর্ণমাসী দেবীর নির্দেশ ক্রমে ব্রজবাসী কন্যারা (৬ষ্ঠ পাতায়)

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি পরিণতি। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥



শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ

- সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শাস্ত্রপাঠ দ্বারা অপরকে শ্রবণ করানো ও গীত দ্বারা সকলকে আকর্ষণ, তথা দৈন্যোক্তি, বিজ্ঞপ্তি, স্তবপাঠ ও প্রার্থনাদি- এ সকল কীর্তনের বিভিন্ন প্রকার। অন্য সকল অঙ্গ অপেক্ষা কীর্তনই শ্রেষ্ঠাঙ্গ বলে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত কলিযুগে কীর্তনই সকল জীবের মঙ্গল-সম্পাদনে সমর্থ – এটি শাস্ত্রে বারংবার কথিত হয়েছে।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্ ॥
- শ্রীবিষ্ণুপুরাণ

কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চন দ্বারা যা লাভ হয়, কলিতে একমাত্র কৃষ্ণের সম্যক্ অর্থাৎ অপরাধশূন্য কীর্তন দ্বারা সেই প্রয়োজন লাভ করা যায়। হরিকীর্তনে চিত্ত যেরূপ নির্মল হয়, এরূপ আর কোনো উপায়েই হয় না। অনেক ভক্ত একত্রিত হয়ে যখন কীর্তন করেন, তখন 'সংকীর্তন' হয়।

কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা-স্মরণের নাম 'স্মরণ'। স্মরণ পঞ্চবিধ- যৎ কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম 'স্মরণ'। পূর্ব বিষয় হতে চিত্তকে আকর্ষণ করত সামান্যাকারে মনোধারণের নাম 'ধারণা'; বিশেষরূপে রূপাদি-চিন্তনের নাম 'ধ্যান'; অমৃতধারার অনবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম 'ধ্রুবানুস্মৃতি' এবং ধ্যেয়মাত্র স্ফূর্তির নাম 'সমাধি'। শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ, – এই তিনটী ভক্তির প্রধান অঙ্গ। অন্য সকল অঙ্গ ইহার অন্তর্ভুক্ত। শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ- এই তিন অঙ্গের মধ্যে কীর্তন সর্বপ্রধান; যেহেতু শ্রবণ ও স্মরণ কীর্তনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।



অনন্য ভক্ত

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

যিনি অন্যান্য উপায় পরিত্যাগ করে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ নামকেই সর্বতোভাবে আশ্রয় করেছেন, তিনিই অনন্য ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণসেবাই আমার জীবনে, মরণে, শয়নে, স্বপনে একমাত্র কৃত্য- এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস বা নিশ্চয় ধারণা তার আছে। শ্রীহরিনাম ব্যতীত আর দ্বন্দ্ব নেই, গতি নেই- এটি তিনি জানেন। তাই তিনি শ্রীহরিনামকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেন। অনন্য ভক্ত ঐকান্তিক। তিনি সৎ। যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনন্যভাবে ভজন করেন, তিনিই সাধু। তাকে অসাধু মনে করলে অপরাধ হয়। অন্য-উপাসনারহিত ভগবৎ-উপাসনারত ব্যক্তিই অনন্য। অনন্য কৃষ্ণাশ্রিত পুরুষে দুরাচার দুষ্ট হলেও তিনি সৎ বা সাধু। ভগবদাশ্রিত পুরুষের পাপকর্মে প্রবৃত্তিই হয় না; যদিই বা দৈবাৎ কোনরূপে কোনো পাপপ্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তা হলেও শ্রীভগবানের অনুক্ষণ স্মরণেই আনুষঙ্গিকভাবে প্রায়শ্চিত্তও হয়ে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন–

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্-ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥

যিনি অনন্যভাবে শ্রীভগবানের পদকমলযুগের আরাধনা করেন, তাদৃশ প্রিয়ভক্তের হৃদয়ে কোনোরূপ বিকর্ম প্রবৃত্তির উদয় হলেও তদীয় হৃদয়স্থিত পরমেশ্বর শ্রীহরি তৎসমুদয় বিনষ্ট করে থাকেন।

পার্থিব সকল কর্তব্যকর্ম ও বিচার পরিত্যাগপূর্বক তারা শ্রীভগবানের পাদসেবায় নিযুক্ত থাকেন, সে সকল শ্রীহরিপ্রিয় জনগণের হৃদয়ে বিবেকমূলে অবস্থিত হয়ে ভগবান তাঁদের যাবতীয় পাপপ্রবৃত্তি বিনাশ করেন। বদ্ধজীবগণ ইতর চেষ্টাবিশিষ্ট হয়ে পাপে নিমগ্ন হবার অনুক্ষণ যোগ্যতা লাভ করে, কিন্তু সর্বতোভাবে প্রপন্ন জীবগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে শ্রীভগবান তাদের বিপরীত বুদ্ধি হতে রক্ষা করেন। তাঁরা পার্থিব ভোগপ্রবৃত্তি চালিত হয়ে দুষ্ক্রিয়াসক্ত হন না। যদিও তাদের কখনও কখনও পতিত হওয়ার উপক্রম দেখা যায়, তথাপি শ্রীভগবান তাদের পাপে ডুবে যেতে দেন না। ভগবদ্ভক্ত কখনও স্বীয় প্রবৃত্তি-তাড়নায় বিনষ্ট হন না।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও গীতায় বলেছেন,–

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ – (গীতা ৯।৩০)

শ্রীভগবান বলেছেন- যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হয়ে ভজন করেন, তিনি যদি সুদুরাচারও হন, তথাপি তিনি সাধু হিসেবে মান্য। এ শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলেছেন, – "মানব যদি অন্য দেবতার প্রতি ভক্তি না করে পরমেশ্বর আমাকেই ভজন করেন, তাহলে তাকেই সাধু-শ্রেষ্ঠ বলে মনে করবে। যেহেতু তার উদ্যম উত্তম। পরমেশ্বরের সেবাদ্বারাই আমি কৃতার্থ হব – তিনি এই প্রকার সুন্দর অধ্যবসায় করেছেন।"

অনন্যভক্তের কখনও পাপ-প্রবৃত্তি হয় না। নাম অনুশীলনরূপ অনন্যভক্তের হৃদয়ে সর্বদা জাগরুক থাকে। জড়জগতের পাপ তার ভয়ে প্রবিষ্ট হতে পারে না। যদি কোনো ঘটনাক্রমে হঠাৎ পাপক্রিয়া হয় এবং সে পাপ যদিও ধর্মশাস্ত্রমতে সুদুরাচার বলেও কথিত হয়, তথাপি আমার অনন্য ভক্তের নিন্দা করবে না। কেননা –

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥

হে অর্জুন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি অনন্যভক্তি লাভ করছে, তার চরিত্রে কেবল দুই প্রকারে কিছু কিছু পাপ দেখা যেতে পারে। প্রথম প্রকার এই যে, বিশেষ ভাগ্যক্রমে কোনো জীবের সাধুসঙ্গে রুচি হল, কিন্তু তৎপূর্ব হতে তার আর কোনো একটি পাপসংসর্গ ছিল- অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ, মৎস্য-মাংসাহার, আসবসেবা প্রভৃতির মধ্যে কোনো একটি চিরনিবদ্ধ পাপ ছিল। অনন্য ভক্তি উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য পাপ-প্রবৃত্তি দূর হল, কিন্তু ঐ চিরনিবদ্ধ পাপটি যেতে কিছুকাল বিলম্ব করে। অনন্য ভক্তি হয়েছে অর্থাৎ অন্যোপায় সকলকে তুচ্ছ করে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ নামের আশ্রয় গ্রহন করেছেন। ঐ চিরনিবদ্ধ পাপটি চলে গিয়েও যেতে চায় না, কিছুকাল থাকে। যেকাল পর্যন্ত নির্মূল না হয়, সে- পর্যন্ত সেই অনন্যভক্তকে তন্নিবন্ধন অবজ্ঞা করবে না। আমার অনন্য ভক্ত অতিশীঘ্রই আমার ভক্তিকৃপায় শুদ্ধ ধর্মাত্মা হয়ে পাপ হতে শান্তিলাভ করেন। হে কৌন্তেয়! আমার অনন্যভক্ত কখনও নষ্ট হবে না।



পাপমুক্তির সরল পন্থা

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

১১ নভেম্বর ১৯৭৩ দিল্লিতে প্রদত্ত শ্রীমদ্ভাগবত (১/২/৫-৬) প্রবচন

ধর্ম মানে বিধিবদ্ধ জীবনধারা যা ভগবান দিয়েছেন মানব সমাজকে। এটা আমি বহুবার বুঝিয়েছি। ঠিক যেমন রাষ্ট্রের মধ্যে জনগণের জীবনধারা বিধিবদ্ধ নীতির মাধ্যমে গড়ে উঠে এবং তার জন্য রাষ্ট্রের আইনকানুন থাকে, তেমনি মানব সমাজও বিধিবদ্ধ নিয়মনীতিকে বলে ধর্ম। মানুষের জীবন সার্থক করার জন্যই তা দরকার।

সার্থক জীবন কাকে বলে? মানুষের সার্থক জীবন বলতে বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ মানব রূপটি লাভ করেছে এখনই তাকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধির আবর্ত থেকে সে মুক্ত হয়ে উচ্চতর গ্রহলোকে উন্নত জীবনযাপনের অধিকার লাভ করতে পারে। সেটি ভগবদ্গীতায় বোঝানো আছে–

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥ গীতা ৯/২৫

এ হলো মানব জীবন। জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধির আবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের দুর্বিষহ অবস্থায় স্থায়ী সমাধানের জন্য উচ্চতর জীবনধারার উপযোগী করে নিজেকে গড়ে নিতে হবে। এটাই বাঞ্ছনীয়। এটাই মানুষের কাজ, অর্থাৎ ধর্ম।

তাহলে কিভাবে সেই ধর্ম আয়ত্ত করা যাবে? ধর্ম মানে বৃত্তিমূলক কর্তব্য পালন। ধর্ম একটা ভাবাবেগের ব্যাপার নয়। বস্তুত আজকাল মানুষ ধর্মকে মনে করে একটা বিশ্বাস মাত্র। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে সেইভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে। বিশ্বাস তো আমরা বদলাতে পারি। আজ হিন্দু, কাল মুসলমান বা আজ মুসলমান তো কাল খ্রীষ্টান। বিশ্বাস বদলাতেই পারা যায়। কিন্তু সেটা ধর্ম নয়। বিশ্বাস বদলানো বা বিশ্বাস গ্রহণ করা, ধর্ম নয়। ধর্ম মানে যা আপনি বদলাতে পারেন না। এমন কি হিন্দু থেকে মুসলমান বা মুসলমান থেকে খ্রীষ্টান হয়ে যেতে পারেন, তবু বৃত্তিমূলক কর্তব্য বদলাতে আপনি পারেন না।

ধরুন, আপনি সরকারি কর্মী। একটা সরকারি দফতরে কাজ করছেন। কিন্তু কাল হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রীষ্টান হয়ে গেলেন। তবে তাতে কি আপনার সরকারি চাকরিও বদলে যাবে? না সেটা চলতে থাকবে।

তাহলে আসল কাজ বলতে বোঝায় কাউকে সেবার কাজ। সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু– জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। আমাদের প্রকৃত কাজ, প্রকৃত বৃত্তি হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা। সেই সেবা মনোভাব নেই, কারণ আমরা ভগবানকে ভুলে গেছি। আমরা অন্য জনেদের সেবা করছি। এটা হল মায়া। সেবা আমাদের করতেই হবে। আর সেই সেবাই হল ধর্ম।

যেমন নুন নোনতা স্বাদের হয়, চিনি মিষ্টি স্বাদের। মিষ্ট স্বাদটি চিনির ধর্ম। লঙ্কার ঝাল তার ধর্ম। এটা বদলাতে পারে না। চিনি নোনতা হলে আপনি তা নেন না। "আরে এটা তো চিনি নয়।"

তেমনি, জীবের নিত্য বৃত্তি রয়েছে। সেটি সেবা বৃত্তি। সেই সেবাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে– 'পরিবারের সেবা', 'দেশের সেবা', 'জাতির সেবা', 'মানবতার সেবা', এমনি কত নাম আছে। কিন্তু সেবা আছেই। তবে এই সমস্ত সেবা সম্পূর্ণ হতে পারে না ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পারমার্থিক সেবাকার্য সম্পন্ন না হলে। তাতেই সেবার সার্থকতা। আর সে-ই হল ধর্ম। ধর্ম কাকে বলে এ থেকে তা বুঝতে চেষ্টা করবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যে সমবেত মুনি সমাবেশে শৌনক মুনির প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন- *পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ধর্ম সংস্থাপনার্থায়*। তাই মুনিদের জিজ্ঞাসা ছিল- "শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটলীলার পরে, ধর্মের পালন কিভাবে হবে, তার কাছে" আর "ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কি?" এখানে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্ম*। পরঃ মানে শ্রেষ্ঠ। পরো ধর্ম মানে নিত্য ধর্ম, শাশ্বত ধর্ম বা সনাতন ধর্ম। তাকে বলে পরা। পরা মানে শ্রেষ্ঠ।

তাই *স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতোভক্তিরধোক্ষজে*। অধোক্ষজ মানে ভগবান। অধঃ মানে নিম্নমুখী। অক্ষজ মানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অধোক্ষজ প্রত্যক্ষ ধারণা। প্রত্যক্ষ ধারণায় ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না। চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে ভগবানকে দেখতে চাইলে দেখা যাবে না। চোখ তৈরি করা চাই। এর জন্য শ্রুতির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শ্রবণ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনম্ ॥

এ হলো পদ্ধতি। শ্রবণ মাধ্যমে শুরু করতে হয়। যদি শুধুমাত্র শ্রবণ মাধ্যমে ভগবানের কথা শোনা যায়, তা হলে শ্রবণের মাধ্যমেই ভগবানকে দেখা যাবে। কারণ আমাদের অন্তরে কলুষতার মেঘ জমে রয়েছে। সেই কালিমা পরিমার্জিত না হলে আমাদের ভগবানের উপলব্ধি হবে না। এজন্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র (৬ষ্ঠ পাতায়)

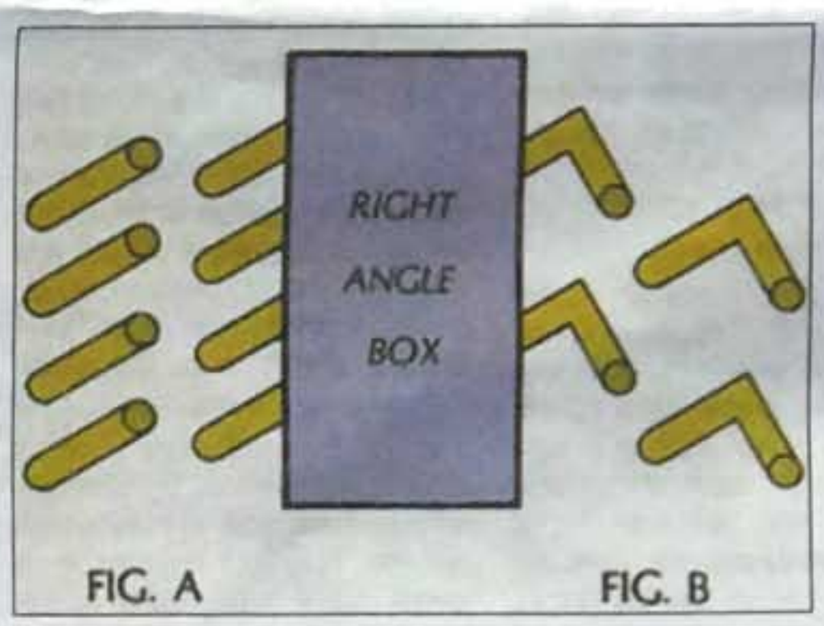


বিশৃঙ্খলা থেকে সুশৃঙ্খল মহাজগতের সৃষ্টি

সদাপুত দাস

জীবন জড়জাগতিক উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি, যেটা সচরাচর বিজ্ঞানীরা মত দিয়ে থাকে। যদিও বিজ্ঞানীরা বলে যে, অতীতের কোনো এক সময়ে নিষ্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ে জীবনের উদ্ভব হয়েছিল তবে তারা এর কোনো বাস্তবিক প্রমাণ এখনও দিতে পারেননি। এছাড়াও কোষের অভ্যন্তরে কীভাবে জীবনীশক্তি কাজ করে, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা যদিও অনেক তত্ত্ব উথাপন করেছেন তবুও তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সে সকল রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে কোনো জীবন্ত কোষ তৈরি করতে সক্ষম হননি। সুতরাং বহু আগে মিথেন, অ্যামোনিয়া এবং পানির সমন্বয়ে তড়িৎচুম্বকীয় বা তাপীয় পরিবেশে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবনের উদ্ভব হয়েছে বলে অনুজীববিজ্ঞানীদের যে দাবি সেটাকেও আজ পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত নয়। যদিও বিজ্ঞানীরা খুবই সামান্য পরিমাণ অ্যামাইনো অ্যাসিডের (জীবকোষের একক) অস্তিত্ব পেয়েছেন যেটা কিনা অ্যামোনিয়া, মিথেন ও পানির সংমিশ্রণে তৈরি হতে পারে। তবুও সেটা প্রমাণ করে না যে, আকস্মিকভাবে এসব রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে জীবনের উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অ্যামাইনো এসিডের সাথে জীবনের উদ্ভবের সম্পর্ক খুবই সামান্য। সুতরাং এ ধরনের মতবাদের বাস্তবিকই কোনো প্রমাণ নেই। তাই জীবনের উদ্ভব "বহু আগের কোনো রাসায়নিক সংমিশ্রণ থেকে" এ সিদ্ধান্তের কোনো গ্রামাণিকতা নেই।

এমনকি জীববিজ্ঞানীরা মৃত কোষের মধ্যে রাসায়নিক পদার্থ প্রবেশ করিয়েও কোষের জীবন পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। তাছাড়া জীবন্ত কোষের কার্যক্রমকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতেও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। পদার্থবিদ লুইস ডি ব্রসলির মতে, "উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পদার্থ



বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের স্বল্প বিকশিত মতবাদ দিয়ে জীবকোষের কার্যক্রমকে ব্যাখ্যা করাটা অসম্পূর্ণ।"

এমনকি অনুজীববিজ্ঞানীদের জীবকোষের এ কার্যক্রমকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করার জন্য অর্থাৎ রাসায়নিক কার্যক্রম যথাযথভাবে বর্ণনা করার জন্য জীবকোষকে মেরে ফেলতে হয়। অথচ তারা জীবনের উদ্ভব ঘটানোর জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। তাই বিজ্ঞানীরা পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানের বাইরে নতুন কোনো মতবাদের দিকে ঝুঁকেছেন জীবনের উদ্ভব নিয়ে গবেষণা করার জন্য।

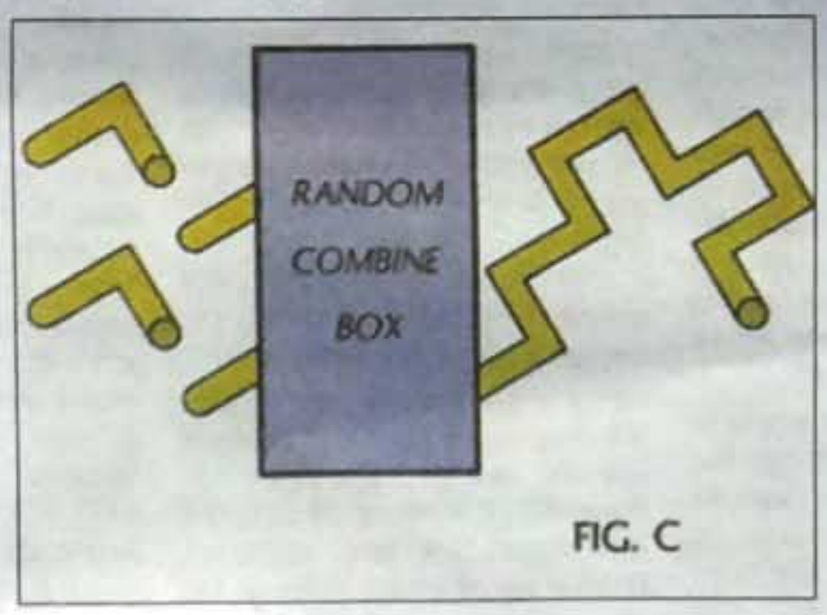
এ নতুন মতবাদের নাম "অধিবিদ্যা (Holistic Approach)" যেখানে জীবন্ত কোষকে পরিপূর্ণ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় এবং জড়পদার্থকে জীবনের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তবুও গোঁড়া বিজ্ঞানীরা এ তত্ত্বকেও অস্বীকার করেন। জীবন্ত প্রক্রিয়া যে তাপ গতিবিদ্যার সূত্রসমূহের পরিকল্পনা এটা তারা মানতে চায় না। এ সূত্রানুসারে কোনো জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়াই অবিরতভাবে চলতে পারে না। কিন্তু জীবন্ত কোষে এ জটিল প্রক্রিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে বংশধরের পর বংশধর ধরে চলতে থাকে। সুতরাং আমরা সন্দেহাতীত বলতে পারি, জীবন্ত কোষের কার্যক্রম পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের মতবাদ অনুযায়ী চলতে পারে না। অতএব, এটাই প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত হবে যদি আমরা জীবনকে জড়বস্তু থেকে আলাদা হিসেবে বিবেচনা করি।

তাছাড়াও গণিত ও যুক্তিবিদ্যার আলোকে বলতে পারি, জটিল জীবন্ত কোষসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো অসংগঠিত বস্তু থেকে উদ্ভূত হতে পারে না, সেখানে নিশ্চয়ই কোনো উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার নিয়ন্ত্রণ আছে। ধরুন, আমাদের কাছে কতগুলো ছোট লাঠি আছে (A) এখন আমরা এ লাঠিগুলোকে যখন একটি বাক্সের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করাই তখন দুটি করে লাঠি এক সাথে সমকোণে অর্থাৎ 90° ডিগ্রী কোণে যুক্ত হয়ে ই তে পৌঁছায়। তারপর আমরা এ L আকৃতির লাঠিগুলোকে যেমন খুশি তেমন করে যুক্ত করি। তাহলে আমরা দেখব যে সর্বশেষ ধাপ C তে গিয়ে কোনো নির্দিষ্ট আকার পাবো না। অন্যভাবে বলা যায় C তে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট আকৃতির জটিল গঠন পেতে চাইলে অবশ্যই আমাদেরকে এ রকম নির্দিষ্ট আকৃতির জটিল গঠন আগে থেকেই তৈরি করে নিতে হবে যাতে আমরা সেই ধরনের একটি আকৃতি পাই। অর্থাৎ ইচ্ছেমত একটার সাথে আরেকটা যুক্ত করলে কখনোই সুবিন্যস্ত জটিল গঠনের কোনো আকার পাওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি D তে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট আকৃতির গঠন পেতে চাই তাহলে আমাদের A, B ও C প্রতিটি ধাপেই নির্দিষ্ট করে গঠন আগে থেকেই দিয়ে দিতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, আমরা যে ধরণের আকার পেতে চাই সেটা অবশ্যই ধাপে ধাপে উল্লেখ করা থাকতে হবে। Kolmogorov এবং Chaitin- এর গণিতের মৌলিক তত্ত্ব উপরোক্ত ধারণা প্রতিষ্ঠা করে। সাধারণভাবে, এ সমস্ত বিষয়গুলো এটাই প্রমাণ করে যে, কোনো সরল জিনিস আকস্মিকভাবে বা খেয়ালখুশিভাবে কোনো সুবিন্যস্ত জটিল জিনিস গঠন করতে পারে না। সুতরাং আমরা যদি সিদ্ধান্তটি বিবর্তন তত্ত্বে প্রয়োগ করি তাহলে খেয়াল খুশি মতো অণু, পরমাণু বাইরের কোনো প্রয়োগকৃত তথ্য ছাড়া যুক্ত হয়ে একটি জটিল গঠনসম্পন্ন কোনো জীব হিসেবে গঠিত হতে পারে না।

তাপগতিবিদ্যা, গণিতবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা- এ সকল বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে যে তত্ত্বগুলো আমরা সচরাচর জানি সেগুলোও একথাই প্রতিপন্ন করে যে, জীবনের উদ্ভব জীবন থেকে, জড় বস্তু থেকে নয়। তাছাড়াও, এটা তো সবার অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, একটি জীবন্ত উদ্ভিদ থেকেই আরেকটি জীবন্ত উদ্ভিদের জন্ম হয়, একটি অ্যামিবা থেকে আরেকটি অ্যামিবা, একটি কুকুর থেকে আরেকটি কুকুর, একটি মানুষ থেকে আরেকটি মানুষ সৃষ্টি হয়। অপরপক্ষে, কেউই এখন পর্যন্ত এটা পর্যবেক্ষণ করেনি যে, কোনো জড় বস্তু থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছে। এতসব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, বিজ্ঞানীরা "জীবনের উদ্ভব জড়বস্তু থেকে হয়েছে" এ তত্ত্ব আকড়ে ধরে আছেন। কেন?

জীবাশ্ম প্রমাণকে বিবর্তনবাদীরা সবচেয়ে বড় যুক্তি হিসেবে দেখান। যাহোক, জীবাশ্ম রেকর্ড বিশ্লেষণের প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় বিবর্তনবাদীরা আমাদেরকে যা বিশ্বাস করতে বলতেন প্রকৃতপক্ষে জীবাশ্ম রেকর্ড ভিন্ন ঘটনা প্রতিফলিত করে। প্রথমত, এটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে, গত একশ বছর ধরে বিভিন্ন জায়গায় মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করেও আজ পর্যন্ত বাস্তবে কোন মধ্যবর্তী লিংক

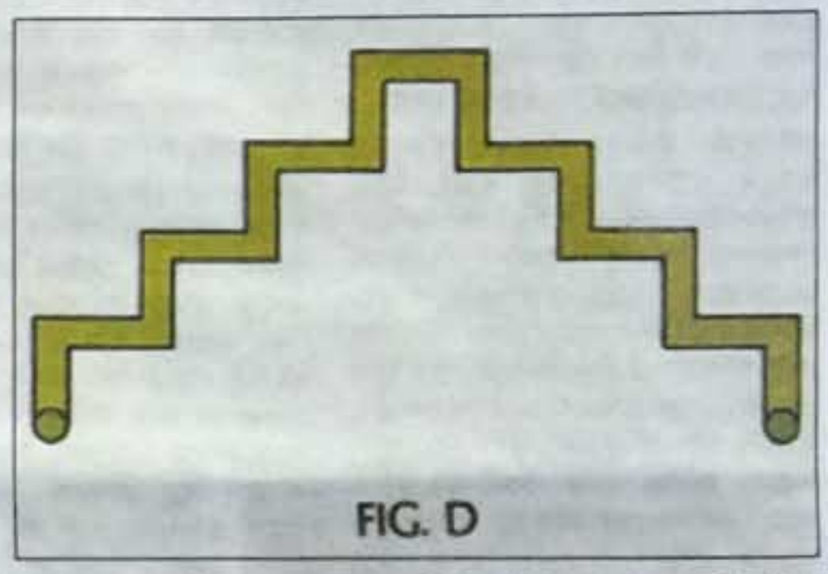


(যা মিসিং লিংক হিসেবে অভিহিত) এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি যেটা ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বকে যুক্তিযুক্ত করতে পারত। দ্বিতীয়ত, জীবাশ্ম রেকর্ড এটা প্রতীয়মান করে যে, অতি উন্নত জটিল গঠন বিশিষ্ট সামুদ্রিক জীবের হঠাৎ করেই ক্যামব্রিয়ান যুগেই দৃশ্যত হয়েছিল। ক্যামব্রিয়ান স্তরের নিচে হাজার হাজার ফিট পর্যন্তও পালিক শিলা পর্যবেক্ষন করেও কোন জীবাশ্ম পাওয়া যায়নি। এমনকি প্রি-ক্যামব্রিয়ান যুগের কোনো জীবাশ্ম পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায়নি। তবুও বিবর্তনবাদীরা অনেক জল্পনা-কল্পনা নির্ভর ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন হঠাৎ করে এই অতি উন্নত জটিল গঠনের সামুদ্রিক জীবের বিবর্তনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। তাছাড়া যে প্রমাণগুলো পাওয়া যায় সেগুলোও তাদের তত্ত্বের সত্যতা নিশ্চিত করতে পারে না যে, জীবন জড়বস্তু থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং ক্রমে ক্রমে সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে।

বিবর্তনবাদীদের এ সমস্ত মতবাদ শুধু অসম্পূর্ণই নয় বরং তা সন্দেহজনকও বটে। তার মধ্যে একটি তত্ত্ব হল বিতর্কিত ডটিং প্রসেস যা পুরাতত্ত্ববিদগণ বলে থাকেন। ডটিং প্রসেস করা হয়- কার্বন ১৪ এর তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এর মাধ্যমে। এরকম আরো ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যাবে। যেখানে বিজ্ঞানীরা এরকম অতিমাত্রায় জল্পনা-কল্পনা নির্ভর মতবাদ প্রয়োগ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ হেকেলের "Premordia muck বা আদিম বর্জ্য বস্তু" যেখান থেকে জীবনের উদ্ভব বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু পরে জানা যায়- এ বর্জ্য বস্তু আসলে কতগুলো অজৈব লবণের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানীমহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টির পরেই তার তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়। এরকম আরেকটি তত্ত্ব হলো "Piltdown man" যেটা দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে মানুষ সত্য বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু সেটিও পরে ভুল প্রমাণিত হয়। দুরভিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি নাম-যশ লাভ করার জন্য এ ধরনের প্রতারণা করেছিল, যা ছিল ডারউইনের মতবাদ সমর্থিত। কীভাবে বিজ্ঞানীরা এ সমস্ত জল্পনা কল্পনা নির্ভর তত্ত্ব বা ডারউইনের বিবর্তনবাদকে সমর্থন করেন?" কারণ তারা সেটাকে যেকোনো উপায়ে সত্য বলে প্রমাণ করতে চান। মনোবিদরা গবেষণা করে বের করেছেন যে, এ ধরণের ধর্তব্য বা সম্ভাবনা অনুভব প্রমাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গরম পানিতে থার্মোমিটার রাখলে স্বভাবতই থার্মোমিটারের পারদ উত্থিত হবার কথা। যেটা সচরাচর আমরা দেখি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, প্রথমে থার্মোমিটারের পারদ নিচে নেমে তারপর উঠে কারণ প্রথমে থার্মোমিটারের ভিতরস্থিত পারদের চেয়ে তা দ্রুত প্রসারিত হয়। সুতরাং আমাদের প্রত্যাশা আমাদের অনুভবকে অতিরঞ্জিত করলো। একইভাবে বিজ্ঞানীরাও পুরাতত্ত্ববিদসহ অন্যান্যদের প্রমাণসমূহকে উপস্থাপন করেন। ডারউইনের মতবাদকে প্রমাণ করার জন্য যদিও সেটা অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিযুক্ত।

অর্থাৎ জীবনের উদ্ভব জড় পদার্থ থেকে এ তত্ত্বটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সন্দেহজনক। প্রথমত আজ পর্যন্ত কেউই তা স্বচক্ষে দেখেনি। বরং আমরা দেখি একটি জীব থেকে অন্য আরেকটি জীবের উদ্ভব হয়। যেমনটি হয় একটি গাছ থেকে অন্য একটি গাছ, একটি কুকুর থেকে অন্য আরেকটি কুকুর ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত জীবন্ত সত্ত্বাসমূহ তাপগতিবিদ্যার সূত্রসমূহ এ মর্মে লংঘন করে যে, জীবন জড় থেকে আলাদা। তৃতীয়ত গণিত এবং যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকেও আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, অবিন্যস্ত বা ইচ্ছেমতো যেকোনো ধরণের রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে একটি সুসংগঠিত জটিল কাঠামো বিশিষ্ট বস্তু গঠিত হতে পারে না, যদি না বাইরে থেকে কোনো উচ্চতর মস্তিষ্কের প্রয়োগ না করা হয়। পাশাপাশি বিজ্ঞানীদের বিবর্তনবাদকে প্রমাণ করার জন্য কোনো মধ্যবর্তী লিংকের সন্ধান না পাওয়া, হেকেলের সেই কাল্পনিক আদিম বর্জ্য বস্তু থেকে জীবনের উদ্ভব কিংবা ঘোড়া থেকে উট বিবর্তনের সেই উদ্ভট চিত্রাংকন- এগুলো প্রকৃতপক্ষে তাদের মতবাদের অসারতাকেই প্রতীয়মান করে।

যদিও জড়বাদী বিজ্ঞানীরা এসব মতবাদ সারা পৃথিবীতে প্রচার করেছেন। কিন্তু বর্তমানে জ্ঞানী, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এসব মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করছেন। উল্লেখ্য, বিখ্যাত মনোস্তত্ত্ববিদ কার্ল জাং পশ্চিমা দার্শনিকদের পদার্থ সম্পর্কিত তত্ত্বের উপর গবেষণা করেছেন। তিনি দেখেছেন তাদের সেই তত্ত্বে পদার্থের সুস্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। তাই তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আসলে পদার্থ শুধুমাত্র একটি প্রতীক ছাড়া কিছুই নয়। যা আমরা বাস্তবে প্রতিনিয়ত দেখি। তিনি ভেবে অবাক হয়েছেন যে, কেন আমরা চেতনকে জড়বস্তুর সাথে গুলিয়ে ফেলি?



তাছাড়া, গবেষণাবিদরা এমন অনেক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন যেটা গণিত, পদার্থ কিংবা রসায়ন বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, সদ্য স্বীকৃত Parapsychology তে (মনোরোগ সংক্রান্ত) অনেক মনোগত ঘটনা যেমন মেন্টাল টেলিপ্যাথি Psychokinesis এবং পুনর্জন্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ ঘটনাগুলো আমাদের চেতন বস্তুর উপস্থিতি সম্পর্কে নতুন ধারণার জন্ম দেয়।

বেদে এ সকল ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ গ্রন্থগুলো পাঁচ হাজার বছর পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল। যদিও শ্রৌত পন্থায় তা আরো বহু পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। এ গ্রন্থগুলোতে আমরা দেখতে পাই, চেতন সত্ত্বা হচ্ছে আত্মা। বর্তমানে আমরা সব কিছুকে অব্যক্ত শক্তির প্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করতে প্রয়াসী নই। কিন্তু আমরা যদি সমস্ত নির্বিশেষ বস্তুর পটভূমিতে যাই, তাহলে উপলব্ধি করব যে, নিশ্চয়ই এর পিছনে সর্বশক্তিমান একজন ব্যক্তিত্ব বা ভগবান রয়েছেন। ভগবান নিজেকে বেদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। আর বেদের জ্ঞান স্বয়ং গুরুদেবের মাধ্যমে অবিকৃতভাবে প্রকাশিত হয়। যেহেতু আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়গুলো ত্রুটিপূর্ণ, তাই আমরা পরমসত্য ভগবানকে জানতে পারি না। সেহেতু এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে বৈদিক জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের শরণাপন্ন হতে হবে এবং তার অধীনে থেকে বৈদিক (৬ষ্ঠ পাতায়)

পাপমুক্তির সরল পন্থা

(৪র্থ পাতার পর) জপকীর্তনের এ পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেছেন, চেতোদর্পণমার্জনম্ "চিত্তদর্পণটিকে পরিমার্জন করতে হবে।" ধুলিধূসরিত দর্পণটিকে পরিষ্কার না করলে যেমন নিজের মুখ ভালভাবে দেখা যায় না, তেমনি খুব ভালভাবে চিত্ত পরিমার্জন না করলেও পাপকর্ম ফলে পরিপূর্ণ অন্তরে ভগবানের যথাযথ উপলব্ধি অসম্ভব। কোনো মতেই তা সম্ভব হয় না। গীতায় বলা হয়েছে-

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

গীতা ৭/২৮

যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপচিন্তা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে, তাঁরা ভগবানকে দেখতে পারেন। সেটা খুব সহজেই সম্ভব হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন-

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

গীতা ১৮/৬৬

এই জড় জগতে আমরা প্রত্যেকেই গত জন্মের এবং ইহজন্মের পাপকর্মের ফল ভোগ করছি। সেটা বাস্তব সত্য। কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যদি তুমি আমার শরণাগত হও, আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর, তা হলে তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে আমি মুক্ত করব।"

অতএব পাপময় জীবন থেকে মুক্তি পেতে হলে একটি মাত্র সহজ সরল পন্থা রয়েছে- পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ। সেখানেই শুরু হয় ভগবদ্ভক্তি। ভগবানের পাদপদ্মে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেই ভক্তিজীবন শুরু হয়ে যায়। ভগবানে আত্মসমর্পণই ভক্তিজীবন। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রিস্টান হোক, বৌদ্ধ হোক- তাতে কিছু আসে যায় না। অধোক্ষজ ভগবান তথা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা জাগাতে পারে যে কেউ। সেখানেই ভক্তির পরীক্ষা। আপনি বড়াই করে বলতে পারেন, "আমি ধার্মিক মানুষ", কিন্তু তার পরীক্ষা হয় আপনি ভগবানকে ভালবাসতে শিখেছেন কতটা, তাঁর শ্রীচরণে পরিপূর্ণভাবে নিজের সব কিছু সমর্পণ করেছেন, সেই হিসেব দেখে।

পাপমুক্তির সরল পন্থা

(৪র্থ পাতার পর) স্নানাদির পর নতুন বসনে ভূষণে সুসজ্জিত হয়ে বসন্ত বট স্থানে আসতে লাগল। ব্রজবৃন্দাবনে কোকিলের মধুর ডাক শোনা যেতে লাগল, ময়ূর ডাকতে লাগল। হালকা দক্ষিণা হাওয়া বইতে লাগল। গাছে গাছে সবুজ পাতা অঙ্কুরিত হল। নানা রঙিন সুগন্ধি ফুলে ফুলে লতা ও বৃক্ষ পরিপূর্ণ হলো। ভ্রমর-মৌমাছিদের গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল। এক কথায় ব্রজবৃন্দাবনে এই মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে বসন্ত ঋতুর সূচনা হলো।

পৌর্ণমাসী দেবীর কাছে গোপকন্যারা জানতে পেরেছিল বসন্ত বটের কাছে বসন্তরাজের দর্শন হবে। গোপকন্যারা দেখলেন, অত্যন্ত সুমধুর পরিবেশে বটবৃক্ষতলে পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ নটরাজরূপে দণ্ডায়মান। অপলক নয়নে সেই পরম সুন্দর শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করে গোপীরা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেন এবং ধূপদীপ প্রজ্বলন করেন। পুষ্প গন্ধ অর্পণ করেন। কৃষ্ণের বংশীর পঞ্চমী সুর উত্থিত হলো। গোপকন্যারা তন্ময় হয়ে বাসন্তী রঙে কৃষ্ণকে রাঙিয়ে দিলেন। বিশেষ করে আবীরচূর্ণ তাঁরা ছড়ালেন। তারপর কৌতুক সহকারে তাঁরা কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে নৃত্য করতে লাগলেন। শুরু হলো বসন্ত পঞ্চমীর রাসনৃত্য। শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে সমস্ত গোপকন্যাগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের বসন্ত ঋতুর আগমন বর্ণনা করে বসন্ত রাগে শ্রীল জয়দেব গোস্বামী গান করেছেন--

ললিত-লবঙ্গলতা পরিশীলন
কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত
কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে ॥

হে সখি, কোমল মলয় পবন মনোহর লবঙ্গলতার সংসর্গে মধুময় হয়েছে। অলির গুঞ্জনের সঙ্গে কোকিলের কূজন মিলিয়ে কুঞ্জকুটীর মুখরিত হচ্ছে। দেখো, এ সরস বসন্তে সবার মন হরণকারী শ্রী হরিবিহার করছেন।

নিত্যানন্দ লীলাবিলাস

(৩য় পাতার পর) পণ্ডিত বহু যত্ন করে তাঁর সেবা করলেন। সারারাত ধরে সন্ন্যাসীর সঙ্গে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ আস্বাদন করলেন। পরদিন উষাকালে সন্ন্যাসী বিদায় নিতে উদ্যোগ করলেন। তিনি হাড়াই পণ্ডিতকে বললেন, "তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা আছে।" হাড়াই পণ্ডিত ভিক্ষা দিতে সম্মত হলেন। সন্ন্যাসী বললেন, "আমি তীর্থ পর্যটনে নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।" একথা শুনে হাড়াই পণ্ডিত সম্পূর্ণ মর্মাহত হলেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ শুদ্ধ বিপ্র দশরথের কথা স্মরণ করলেন। কিভাবে দশরথ তার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে বিশ্বামিত্র মুনির কাছে সমর্পণ করেছিলেন, তা স্মরণ করে, পত্নীর অনুমতি নিয়ে নিত্যানন্দকে সেই সন্ন্যাসীর হাতে তুলে দিলেন। তখন নিত্যানন্দের বয়স মাত্র বারো। এক নাগাড়ে কুড়ি বছর ধরে ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থস্থান ভ্রমণ করলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে যেসব স্থানে তিনি লীলা করেছিলেন, সেই সব স্থান দর্শন করে তিনি প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। কখনো বা মূর্ছিত হয়ে পড়ে রইলেন একনাগাড়ে তিন দিন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে দৈবক্রমে তাঁর সাক্ষাৎ হলো শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে। দুজনেই দুজনকে দর্শন করে কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বেলিত হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মাধবেন্দ্র পুরীই হচ্ছেন ভক্তিরসের আদি সূত্রধার। মহাপ্রভু একথা বার বার ঘোষণা করেছেন। কিছুদিন মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে প্রেমানন্দ আস্বাদন করার পর নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ, নীলাচল পুরী, গঙ্গাসাগর, বৃন্দাবন আদি বহু তীর্থ প্রেমানন্দে উন্মত্ত হয়ে ভ্রমণ করলেন। সে সময় তিনি নবদ্বীপে আসেন নি। কারণ মহাপ্রভু তখনও গুপ্তভাবে লীলা করছিলেন। যেদিন মহাপ্রভু স্বকীয় ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে শুরু করবেন, সেই শুভ মুহূর্তে নবদ্বীপে এসে তিনি মহাপ্রভুর সেবা করবেন- এ রকম চিন্তা করে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। যদিও সর্বশক্তিমান নিত্যানন্দ ইচ্ছা করলেই যে কাউকে কৃষ্ণভক্তি দান করতে সমর্থ। তথাপি, মহাপ্রভুর আজ্ঞা বিনা তিনি তা করেন নি। এ থেকে বোঝা যায়, ভক্তি বিজ্ঞান কত সুগভীর।

এদিকে নবদ্বীপে মহাপ্রভু গুপ্তভাবে লীলা করে চলেছেন। নিত্যানন্দ প্রভু বৃন্দাবনে বসে অপেক্ষা করছেন। কবে সেই শুভ মুহূর্ত আসবে যখন মহাপ্রভু আত্মপ্রকাশ করবেন? যথাসময়ে মহাপ্রভু নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ শুরু করলেন। বৃন্দাবন থেকে নিত্যানন্দ প্রভু তা জানতে পারলেন। শীঘ্রগতি চলে এলেন নবদ্বীপে। প্রথমেই মহাপ্রভুর কাছে না গিয়ে নন্দন আচার্যের ঘরে প্রবেশ করলেন। মহাভাগ্যবান নন্দন আচার্য নিত্যানন্দ প্রভুর মহা জ্যোতির্ময় সূর্যসম রূপ দর্শন করে স্তম্ভিত হলেন। তাঁর মনে হল যেন স্বয়ং বলরাম তাঁর ঘরে এসেছেন এবং বাস্তবিক পক্ষেই তা সত্য ছিল। কারণ ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হইল সেই, বলরাম হইল নিতাই।

এদিকে মহাপ্রভু তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদেরকে বলতে লাগলেন: "আরে ভাই, দুই তিন দিনের মধ্যেই কোনো এক মহাপুরুষ এখানে আসবে।" যেদিন নিত্যানন্দ প্রভু নন্দন আচার্যের ঘরে উঠলেন, ঠিক সেদিন মহাপ্রভু বিষ্ণুপূজা সম্পন্ন করে সত্বর বৈষ্ণবদের সঙ্গে মিলিত হলেন। সকলের কাছে বলতে লাগলেন: "আজ আমি এক অপরূপ স্বপ্ন দেখলাম। সংসারের সার স্বরূপ তালধ্বজ এক রথ এসে আমার দুয়ারে থামল। সেই রথে বসে আছেন প্রকাণ্ড শরীর এক মহাপুরুষ। কাঁধে তার মহাস্তম্ভ, বাঁ হাতে বেত্র বান্ধা এক কমণ্ডলু, পরণে নীল বসন, মাথায় নীল পাগড়ি, বাম কর্ণে বিচিত্র কুণ্ডল- ঠিক যেন বলরাম এসে সবাইকে দশবার বিশবার করে প্রশ্ন করছে' এ বাড়ি কি নিমাই পণ্ডিতের? 'আমি তাকে সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করলাম "তুমি কোন মহাজন?" মহাপুরুষ হেসে উত্তর দিল : "এই তো আমার ভাই! আগামীকালই তোমার আমার পরিচয় হবে।"

মহাপ্রভুর আদেশে সকলেই সেই মহাপুরুষের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। সারাদিন চিরুণী তল্লাশি করেও হরিদাস আর শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁকে খুঁজে পেলেন না। অবশেষে মহাপ্রভু স্বয়ং সদলবলে গিয়ে উঠলেন নন্দন আচার্যের ঘরে। গৌর নিতাই- দুজনেই সুন্দরতম, সংসারের সার-- রসরাজ। দুজনেই দুজনকে চিনতে পারলেন। দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে শ্রীবাস পণ্ডিত ভাগবতের কৃষ্ণধ্যান এক শ্লোক (ভাঃ ১০/২১/৫) আবৃত্তি করলেন।

সেই শ্লোক শুনে নিত্যানন্দ প্রভু তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীবাস বার বার সেই শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্ছা ভঙ্গ হল। অঝোরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। বার বার শ্লোক শুনে উন্মাদের মতো সিংহনাদ করতে লাগলেন। উন্মাদের মতো বার বার আকাশে লাফ দিয়ে মাটিতে আছাড় খেতে লাগলেন। দেখে মনে হচ্ছিল যেন হাড়গোড় সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। বৈষ্ণবেরা সবাই ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা সকাতরে কৃষ্ণস্মরণ করতে লাগলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর নয়নের জলে তার দিব্য দেহ পূর্ণরূপে প্লাবিত হল। মহাপ্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে লাগলেন। কখনো বা অট্টহাসি করে উঠছেন। কখনো বা নৃত্য করছেন, কখনো করতালি দিচ্ছেন, লম্ফ দিচ্ছেন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করছেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর এই অতি অদ্ভুত আনন্দ বিকার দর্শন করে নিজগণসহ মহাপ্রভু কাঁদতে লাগলেন। কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দ সাগর পুনঃ পুনঃ বর্ধিত হতে লাগল। কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারছেন না। অবশেষে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে কোলে নিলেন। মহাপ্রভুর কোলে যাওয়া মাত্র নিত্যানন্দ প্রভু নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে পড়লেন। যাঁর প্রাণ, তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে অচেষ্ট হয়ে পড়ে রইলেন। মহাপ্রভুর প্রেমজলে নিত্যানন্দ প্রভু ভাসতে লাগলেন।

সেই থেকে গৌর-নিতাই যুগ্মভাবে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ শুরু করলেন। নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস ঠাকুরের ঘরে বাস করতে লাগলেন। শ্রীবাস ঠাকুরকে বাবা এবং শ্রীবাস পত্নী মালিনী দেবীকে মা বলে গ্রহণ করলেন। শ্রীবাস আর মালিনী দেবী চিন্ময় বাৎসল্য স্নেহে নিতাইয়ের ভরণ-পোষণ করতে লাগলেন।

নিত্যানন্দ মহিমা এবং লীলার কোনও শেষ নেই। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই লীলাসমুদ্রের এক বিন্দু জলও স্পর্শ করা সম্ভব নয়। মদ্যপ জগাই মাধাই থেকে শুরু করে সকলকেই নির্বিচারে কৃপা বিতরণ করেছেন নিত্যানন্দ প্রভু। চোর, ডাকাত, দুশ্চরিত্র, অধম পতিত, বণিক, শূদ্র, বৈশ্য কেউ নিতাই-কৃপা থেকে বঞ্চিত হননি। কালাকৃষ্ণ দাসকে মহাপ্রভু পরিত্যাগ করার পরও নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে কৃপা করে গুরুপদ দান করেছিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভু পরবর্তীকালে বসুধা ও জাহ্নবা নামে দুই ভক্তিমতী কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। মহাপ্রভু যেমন আদর্শ সন্ন্যাস ধর্ম জগতে শিক্ষা দিয়েছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভু তেমনি আদর্শ গৃহস্থ ধর্ম জগতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বসুধা এবং জাহ্নবা মাতা দু'জনেই কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং বঙ্গদেশে প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

মহাপ্রভু হচ্ছেন নিত্যানন্দ প্রভুর সম্পত্তি। তাই নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ছাড়া মহাপ্রভুকে লাভ করা সম্ভব নয়। শ্রীল রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ প্রভুর অনুমতি ছাড়াই মহাপ্রভুকে লাভ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু কৌতুকছলে রঘুনাথকে চোর বলে সম্বোধন করেছিলেন। কারণ নিত্যানন্দ প্রভুর অনুমতি ছাড়াই তিনি নিত্যানন্দ সম্পদ মহাপ্রভুকে চুরি করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই বলা হয়, নিতাই পেলে গৌর পাবে। গৌর পেলে ব্রজে যাবে। অর্থাৎ নিতাই কৃপা হলে গৌর কৃপা হবে এবং অবশেষে রাধাকৃষ্ণের কৃপা লাভ হবে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হোক!

তত্ত্ব সন্দর্ভ

(৩য় পাতার পর) অধিষ্ঠিত অপৌরুষেয় শব্দ দ্বারা, বেদান্ত ও গায়ত্রীমন্ত্রকে ব্যাখ্যা করে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত করে- তাহলে সেই গ্রন্থটি বিশ্লেষণ করা কর্তব্য। তিনি দেখলেন যে, এ সকল বৈশিষ্ট্যের সাথে প্রায় সবটাই মিলে যায় ভাগবত পুরাণ বা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের সাথে।

তাই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতম বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। এ ষট সন্দর্ভ গ্রন্থটি শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ় তত্ত্বের বিশ্লেষণই মাত্র। শ্রীল জীব গোস্বামী এরপর প্রতিষ্ঠা করলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বেদান্ত সূত্রের সহজাত টীকা। শ্রীমদ্ভাগবত আঠারো হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ। এটি গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে শুরু হয়েছে এবং প্রামাণিক গুরু পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত। বিখ্যাত আচার্যকুল যেমন আদি শঙ্করাচার্য, মধ্বাচার্য, রামানুজাচার্য প্রমুখ শ্রীমদ্ভাগবতকে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। এ সকল বিষয় দ্বারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সত্ত্বগুণের ছয়টি পুরাণের অন্তিম প্রমাণ হচ্ছে বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানে সমৃদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবত।

তিনি শ্রীধর স্বামী ভাবার্থ দীপিকা নামক টীকা থেকে গ্রন্থে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শ্রীধর স্বামীর টীকা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দ্বারা স্বীকৃত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছে অনুযায়ী শ্রীল জীব গোস্বামী প্রয়োজন অনুসারে শ্রীধর স্বামীর টীকা যথাস্থানে ব্যবহার করেছেন। যদিও সব স্থানে শ্রীধর স্বামী সুস্পষ্ট টীকা প্রদান করেননি। সে সকল স্থানে জীব গোস্বামী নিজের টীকা ব্যবহার করেছেন।

অপরপক্ষে, কোনো কোনো শ্রীধর স্বামীর টীকা ভক্তির নীতিমালার সম্পূর্ণরূপ মিল ছিলো না। কারণ শ্রীধর স্বামী বিভিন্ন ন্যায় ব্যবহার করতেন, যেমন 'বড়িশামিষ ন্যায়'– যার অর্থ হচ্ছে যদি কেউ মাছ ধরতে চায়, তবে তাকে মাছকে টোপ খাওয়াতে হবে। তার লক্ষ্য মাছকে খাওয়ানো নয় বরং মাছ ধরা। অনুরূপভাবে শ্রীধর স্বামী চাইতেন যে, নির্বিশেষবাদীরা হাতের নাগালের ভিতর থাকুক। তাই তিনি মিশ্র টীকা লিখেছেন। তাঁর টীকায় তিনি স্বীকার করেছেন যে, ভগবানের সবিশেষ রূপকেই তিনি বিশ্বাস করেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী সেসব পণ্ডিতদের সমালোচনা করেছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজনে শ্রীধর স্বামীর টীকার খণ্ডিতাংশ ব্যবহার করে, কিন্তু শ্রীধর স্বামী সিদ্ধান্ত স্বীকার করে না। কিন্তু তিনি তার উদ্দেশ্যের মাঝে কিছু গোপন রাখেননি। তিনি সুস্পষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, এ শাস্ত্র প্রমাণ ভিত্তিতে শ্রীধর স্বামী টীকা সর্বজনস্বীকৃত।

শ্রীল জীব গোস্বামী তত্ত্বসন্দর্ভের প্রথম পর্ব শেষ পর্যন্ত একটি বিষয়কে নির্দিষ্ট করে সমাপ্ত করেছেন যে, শ্রীমদ্ভাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করেছেন, কিন্তু শ্রীরামানুজাচার্য নিজে টীকা রচনা না করলেও তাঁর বিভিন্ন রচনায় ভাগবতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এটি নিশ্চিত সত্য যে, এসকল মহান আচার্য ভাগবত পুরাণকে প্রামাণিক শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করেছেন।

প্রমেয় : জ্ঞেয়

শ্রীল জীব গোস্বামী পরবর্তীতে সুত গোস্বামীর একটি শ্লোকের মাধ্যমে ভাগবতের বক্তা শুকদেব গোস্বামীর হৃদয় অনুধাবন করার প্রয়াস করেছেন। এই প্রার্থনায় সুত গোস্বামী বলেছেন, "আমি শুকদেব গোস্বামীর চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি সকল পাপের বিনাশকারী ব্যাসদেবের পুত্র। যার মন নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ এবং জড় জগতের কলুষতা থেকে মুক্ত। তাঁর হৃদয় সর্বদা অজিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা স্মরণ করছে। শুকদেব গোস্বামী অত্যন্ত করুণাপরবশ হয়ে এ পুরাণ রচনা করেছেন- যা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছে। আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি শুকদেব গোস্বামীর চরণে।"

এখানে সুত গোস্বামী উল্লেখ করেছেন, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরিপূর্ণ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ও জড় জগতের প্রতি নির্লিপ্ত। তাই শ্রীমদ্ভাগবত কোনো জড় সাহিত্য নয়। অধিকন্তু, শ্রীমদ্ভাগবতম নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দকে ছাপিয়ে গেছে আরও অধিক উচ্চতায়। শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে যা বলেছেন সেটা কখনোই নির্বিশেষবাদ নয়। শ্রীমদ্ভাগবত বক্তার হৃদয় বিশ্লেষণ করে, এবার তিনি এর রচয়িতার হৃদয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

শ্রীল ব্যাসদেব ভক্তিযোগের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত হয়ে তিনি পরম পুরুষ ভগবানকে তাঁর শক্তিসহ দর্শণ করেছিলেন। তিনি জীবকুলকে মায়া দ্বারা সম্যকভাবে মোহিত হতে দেখেছেন। তাই শুধু শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের মাধ্যমে যেকেউ শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে।

ভাগবত রচনার পর, তিনি সেটি শুকদেব গোস্বামীকে অধ্যয়ন করিয়েছিলেন। কেননা শুকদেব গোস্বামী সম্পূর্ণরূপে মুক্ত পুরুষ এবং জড়জগত হতে নিবৃত্ত। তাই তিনি নিশ্চয়ই সেই জ্ঞানের অপব্যবহার করবেন না।

পরবর্তীতে শ্রীল জীব গোস্বামী সূত গোস্বামীর মনোভাব ব্যক্ত করছেন একইভাবে। শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন স্থানে সূত গোস্বামীর উক্তি আসলে ভক্তিযোগের উৎকর্ষকেই প্রতিপন্ন করে। এছাড়াও মৈত্রেয় মুনি, নারদ মুনি প্রমুখ অন্যান্য ভাগবত বক্তাদের বক্তব্যও ভক্তিযোগকেই নির্দিষ্ট করে। এভাবে দেখা যায়, সমগ্র ভাগবতের বর্ণনা শুধু তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে : সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন।

পরবর্তী সংখ্যায় ভগবৎ সন্দর্ভ আলোচিত হবে।

বিশৃঙ্খলা থেকে সুশৃঙ্খল

(৫ম পাতার পর) জ্ঞান আহরণ করতে হবে। বৈদিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞাসম্মত উপায় হচ্ছে পারমার্থিক গুরুর সান্নিধ্যে আসা এবং তার নির্দেশনা অনুসরণ করা।

প্রকৃতপক্ষে এ প্রক্রিয়াটি খুবই কার্যকরী। গুরুদেব তার শিষ্যদের আধ্যাত্মিক নিয়মকানুন সম্পর্কে নির্দেশনা দেন এবং শিষ্যরা তার নির্দেশনা অনুসরণ করেন। যদি আশানুরূপ ফল পান তবে তারা তাদের গুরুকে সঠিক বলে মনে করেন। গুরু যদি যথার্থ হন তার ফলাফলও যথার্থই হবে। এটা ঠিক এরকম যে, একজন সৎ বিজ্ঞানী তার ফলাফল প্রকাশের সময় কার্যপদ্ধতির কথা অবশ্যই উল্লেখ করেন। যদি কেউ তার ফলাফলের যথার্থতা যাচাই করতে চান তিনি অবশ্যই ঐ একই পদ্ধতি অবলম্বন করে অনুরূপ ফলাফল পাবেন। যদি বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফল একই হয় তবে সেটাকে বিজ্ঞানভিত্তিক বলা হয়। যাইহোক জাগতিক এবং পারমার্থিক বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, জাগতিক বিজ্ঞানীরা তাদের ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তের উপর নির্ভর করেন আর পারমার্থিক গুরু তার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করেন। সদ্গুরু তার জ্ঞান সরাসরি ভগবানের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন অথবা গুরু পরম্পরাক্রমে অর্জন করেন।

গুরু সদ না অসদ তা আমরা কীভাবে জানব? বৈদিক সাহিত্য অনুসারে একজন সদ্গুরুকে অবশ্যই নিম্নোক্ত তিন ধরণের গুণসম্পন্ন হতে হবে। ১. তিনি অবশ্যই গুরু পরম্পরাক্রমে জ্ঞান প্রদান করবেন। ২. তিনি অবশ্যই সেই জ্ঞান প্রদান করবেন না যা তিনি তার গুরু হতে প্রাপ্ত হননি ও তিনি অবশ্যই শাস্ত্রানুসারে শিক্ষা প্রদান করবেন। অর্থাৎ তার সকল কার্যকলাপই শাস্ত্রসম্মত হবে। ৩. তিনি যা বলবেন তা অবশ্যই তার গুরুদেব হতে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে হতে হবে। তাই আমরা দেখতে পাই যে, একজন সদ্গুরুর শিক্ষা হচ্ছে মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যেমন: যীশু, মুহম্মদ, রামানুজ হতে প্রাপ্ত শিক্ষার মতো।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের মধ্যে এ সমস্ত গুণাবলী দেখা যায়। তিনি জীবন এবং বস্তুর উৎপত্তি সম্পর্কে বৈদিক দর্শন বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপন করেন। ভগবদ্গীতা অনুসারে জীবন অবিনশ্বর, এর সৃষ্টি বা বিনাশ নেই (ভগী ২/১২)।

বাকি অংশ ৭ম পাতায়

নিত্যসেবার সদস্য হউন

আপনার কষ্টোপার্জিত অর্থ দুঃখের কারণ হতে পারে, আবার আনন্দের উৎসও হতে পারে। আমরা যখন আমাদের পরিবারের সাথে ভগবানকে যুক্ত করি তখনই কেবল এক দিব্য আনন্দময় সংসার উপলব্ধি করতে পারি। আর এভাবে আমাদের শ্রম ও উপার্জিত অর্থ দ্বারা ভগবানের সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমে আমাদের কর্মের সাথে ভগবানকে যুক্ত করে দুঃখ-দুর্দশাময় জীবনকে জয় করতে পারি। তাই আপনিও জগন্নাথদেবের নিত্যসেবায় যুক্ত হয়ে জীবনকে সার্থক করুন। বিকাশের মাধ্যমে সহজে প্রনামী পাঠাতে পারেন।

বিকাশ একাউন্ট-০১৭৩০০৫৯২১২। টাকা পাঠানোর পর অবশ্যই জানিয়ে দিবেন।

যোগাযোগ
শ্রীমান নন্দরাণী গোপাল দাস ব্রহ্মচারী
(মোবাইল : ০১৭৩০০৫৯২১২)
নিত্যসেবা অফিস, রুম নং-০৩

কর্পোরেট বক্তার অভিনব প্রচার

(৮ম পাতার পর) বিভিন্ন এবং লন্ডন স্কুল অব মেডিটেশনের যোগ শিক্ষালয় প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সচেষ্ট হন। তারপর কোম্পানীর কর্মকর্তাদেকে যোগ শিক্ষা প্রচার সম্পর্কে মতামত কামনা করেন। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের অনুমতিতে তিনি কর্পোরেট শ্রেণীর মাঝে ভগবদ্গীতার শিক্ষা উপস্থাপনের সুযোগ লাভ করেন। তখন তিনি টুইকেনহেম র‍্যাগবি স্টেডিয়ামে সমবেত সহস্রাধিক উপদেশকের মাঝে মন্ত্রযোগ এবং ব্যক্তি জীবনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন। দুই বছরের মধ্যেই তিনি নাসডাক, বিবিসি, লিওডিস ব্যাংক, সফটল্যান্ড রয়েল ব্যাংক, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্স এরূপ ডজনাধিক কোম্পানীতে ৫০০-১০০০ বুদ্ধিজীবীর মাঝে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার সুযোগ পান। এক্ষেত্রে এক্সেল এরিনা, লন্ডনের গুগল হেডকোয়ার্টার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত অর্ধশতাধিক পরিচালক ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষ অনুকূল জীবনভিত্তিক ধর্মীয় আলোচনা উপস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে অলঅয়েস অন জেনারেলস, অন পারপাস কম নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংকট মোচন, সংগ্রাম বিষয়ক আলোচনা স্থান পায়। ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন ও মন নিয়ন্ত্রনে সুঅভ্যাস গড়ে তুলতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শিক্ষার গুরুত্ব আলোকপাত করেন। বর্ণাশ্রম পদ্ধতিতে সচেতনমূলক কর্মের প্রভাব, মহাভারতের আলোকে পঞ্চপাণ্ডবের নেতৃত্ব দান প্রভৃতি গীতা গ্রন্থের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের মতদ্বৈততা প্রাধান্য দিয়ে বিষয় পরিবেশিত হয়। অগণিত আত্মীয়-স্বজন, ঐশ্বর্য, অনুসারী থাকা সত্ত্বেও তিনি জীবনে বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। যেগুলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের আলোকে সহজেই এড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। এক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে মনকে শত্রু ও বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করার বিষয়টি উপস্থাপিত হয়। পারস্পরিক মতবিনিময় মূলক পরামর্শ, আত্মবিশ্লেষণ, দলীয় কার্যক্রম, তুলনামূলক ঘটনাক্রম পদ্ধতিতে বিষয় পরিবেশিত হলে অংশগ্রহণকারীদের ৭৫ ভাগই যোগপন্থা ও মানসিক প্রশান্তি সম্পর্কে জানতে খুবই আগ্রহী হয় এবং ১০ ভাগ পূর্ণমাত্রায় ভক্তিযোগ অনুশীলন শুরু করে। সাথে সাথে প্রতিদিনই জপ এবং শ্রীবিগ্রহ সেবাপূজা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে গোর্বধন টকো ভিলেজে শ্রীল রাধানাথ স্বামী মহারাজের সান্নিধ্যে আসার পূর্বে [illegible] নাগরিককে যারা বিভ্রান্ত কর্পোরেট সংস্কার কর্তব্যরত তাদেরকে পরিবর্তন করতে সচেষ্ট ছিলেন। বর্তমানে তিনি ইউটিউবে একটি 'ইনভিজিবল ওয়ার্ল্ড' চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার করছেন এবং তিনি আশা প্রকাশ করছেন যে খুব শীঘ্রই এই চ্যানেল গ্যারি ট্রাকের চ্যানেলের ৫৫ মিলিয়ন দর্শকের ন্যায় জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। জীবনযাত্রায় গাড়ীবাড়ি নয়; আত্মা, আস্থা, ভালোবাসা গুরুত্বই প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রতি সপ্তাহেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশেষ উপদেশ সম্বলিত একটি ভিডিও সংযুক্ত হবে যার ফলে নতুন নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনার সঞ্চার হতে থাকবে, সাথে সাথে অনলাইন সংস্করণও গুরুত্ব সহকারে প্রচারিত হবে।

বিশৃঙ্খলা থেকে সুশৃঙ্খল

(৬ষ্ঠ পাতার পর) কঠোপনিষদেও (২/২/১৩) বলা হয়েছে যে, ক্ষুদ্র সত্ত্বাগুলোকে একজন পরম সত্ত্বা নিয়ন্ত্রণ করছেন। ব্রহ্মসংহিতাতে এ পরম সত্ত্বাকে কৃষ্ণ বলে অভিহিত করা হয়েছে, যিনি হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা এবং তাঁর দেহ সচ্চিদানন্দময় (৫/১)। ভগবদগীতা (৭/৪) অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন ৮টি পৃথক শক্তির উৎস এবং ৮টি শক্তিই জড়জাগতিক শক্তির মূল উৎস। ৮টি শক্তি শুদ্ধ চেতনা বা কৃষ্ণভাবনামৃত থেকে যথাক্রমে অহংকার, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমিরূপে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়। জড়জগতে আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট শক্তির সমন্বয়ে গঠিত। এখানে উৎকৃষ্ট শক্তি বলতে বোঝায় চেতনশক্তি বিশিষ্ট জীবসত্ত্বাকে এবং নিকৃষ্ট শক্তি বলতে বোঝায় চেতনাহীন জড়বস্তুকে এবং সর্বোপরি কৃষ্ণ এ দু'ধরণের শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ভগবান কীভাবে নিজেকে পরমাত্মারূপে পৃথিবীর সমস্ত অণু পরমাণুর মধ্যে বিস্তৃত করেন (ভ.গী ১৩/১৬), জড়া প্রকৃতি পরমাত্মা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং পরমাত্মা হচ্ছেন সর্বজ্ঞ এবং এ কারণেই তিনি সকলের মনের অভিলাষ এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত। আমরা আমাদের জীবদ্দশায় যেরূপ আচরণ করি ঠিক সেরূপই আমরা আমাদের মনের অবস্থা সৃষ্টি করি। মনের এ অবস্থা পরমাত্মা বুঝতে পারেন এবং ফলস্বরূপ তিনি পরবর্তী জীবনে আমাদেরকে একটি দেহ প্রদান করেন এবং আমরা চুরাশি লক্ষ যোনির যেকোনো একটিতে পতিত হই। তাই অভিব্যক্তি দৈহিক উন্নতি নয়, চেতনার উন্নতি। এ উন্নতি চেতনাহীন স্তর যেমন গাছ অথবা ছত্রাক থেকে ক্ষুদ্র চলনশীল পতঙ্গ, তারপর পাখি, তারপর চার পা যুক্ত প্রাণী এবং শেষে সর্বশেষে মানুষ পর্যন্ত পৌঁছায়। যখন আমরা মানবদেহ প্রাপ্ত হই তখন আমরা এমন একটি অবস্থায় উপনীত হই যে, জড়জগতের জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে উত্তরণের বুদ্ধি প্রাপ্ত হই। এ বুদ্ধি পরম সত্যকে জানার জন্য, নিছক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়। মুক্তির উপায় হচ্ছে সদ্গুরুর কাছ থেকে কথামৃত শ্রবণ করে মনকে পবিত্র করা এবং ভগবানকে সেবার মাধ্যমে হৃদয় পরিশুদ্ধ করা। কেউ যদি পরম জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে চায় এবং প্রকৃত সুখের খোঁজ পেতে চায়, তাকে অবশ্যই নিজেকে ভগবদসেবায় নিয়োজিত করতে হবে।

একমাস ব্যাপী বাসযোগে তীর্থস্থান দর্শন

১. বেনাপোল, ২. নবদ্বীপ, ৩. গয়া, ৪. বুদ্ধগয়া, ৫. প্রয়াগ, ৬. কানপুর, ৭. আগ্রা, ৮. মথুরা, ৯. বৃন্দাবন, ১০. রাধাকুণ্ড, ১১. গোবর্ধন, ১২. নন্দগ্রাম, ১৩. বর্ষণা, ১৪. গোকুল, ১৫. দিল্লী, ১৬. কুরুক্ষেত্র, ১৭. হরিদ্বার, ১৮. কনখল, ১৯. ঋষিকেশ, ২০. নৈমিষারণ্য, ২১. অযোধ্যা, ২২. কাশীধাম, ২৩. পুরীধাম, ২৪. ভুবনেশ্বর, ২৫. রেমুনা, ২৬. সাক্ষীগোপাল ও ২৭. কলকাতা।

যাত্রার সম্ভাব্য তারিখ : ২ মার্চ, ২০১৬ প্রণামী ২৮,০০১/-

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)
স্বামীবাগ আশ্রম, ৭৯/১ স্বামীবাগ রোড, ঢাকা - ১১০০
মোবাইল- ০১৭১৫ ১৯২১১৫, ০১৭৯০ ১০৯৭৬৭, ০১৭৩০ ০৫৯২০৯



ইস্কন প্রতিষ্ঠার ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো...

কী? গীতা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৬

কীভাবে?

কেন?

বিনামূল্যে ১,০০,০০০+ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিতরণ

পুরস্কার ও শিক্ষাবৃত্তি ১০,০০,০০০ টাকা

১ম স্থান অধিকারী: অর্জুন

৫,০০,০০০ টাকা ২,৫০,০০০টাকা

ISKCON YOUTH FORUM (I.Y.F)

ইস্কন প্রচার বিভাগসমূহের বার্ষিক সম্মেলন - ২০১৬









হরেকৃষ্ণ সমাচার ডেস্ক: সম্প্রতি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)- এর বিভিন্ন প্রচার বিভাগ সমূহের বার্ষিক সম্মেলন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। ইস্কন ইয়ুথ ফোরাম এর বার্ষিক উৎসব বা ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল' ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয় টিএসসি অডিটরিয়ামে। বিকাল ৩টা থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অডিটোরিয়াম হল ভক্তবৃন্দে মুখরিত হয়ে উঠে। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল মহারাজের জ্ঞানগর্ভ প্রবচন, গীতা চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন, বিশেষ নাটিকা 'পিকে সেইস অহ মাই গড' ইত্যাদি। সকল ছাত্রছাত্রী ও যুবক-যুবতীদের উৎসাহপূর্ণ অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান সাফল্যমন্ডিত হয়। ভক্তিবেদান্ত গীতা একাডেমির পক্ষ থেকেও আয়োজন করা হয় গীতা কোর্স শিক্ষার্থী সম্মেলন ও সনদপত্র বিতরণ উৎসব। ভক্তিবেদান্ত গীতা একাডেমি কর্তৃক শিক্ষার্থীদের গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের আলোকে বিভিন্ন কোর্স করানো হয়। বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠিত কোর্সের শিক্ষার্থীদের নিয়ে রাজধানীর ফার্মগেটে অবস্থিত কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট অডিটোরিয়াম এ আয়োজন করা হয় এ অনুষ্ঠান। সেখানে শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ ও শ্রীপাদ বেনুধারী দাস ব্রহ্মচারী সকল শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আশীবাণী প্রদান করেন এবং মহারাজ নিজ হাতে বিভিন্ন কোর্সের সনদপত্র বিতরণ করেন। তাছাড়াও অনুষ্ঠানের শেষভাগে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়। জাগ্রত ছাত্র সমাজ বিভাগও আয়োজন করে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ছাত্র সম্মেলন। রাজধানীর পল্টনে অবস্থিত জাতীয় ক্রীড়া সম্মেলন কেন্দ্র অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এ বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ, শ্রীপাদ বেণুধারী দাস ব্রহ্মচারী। সকাল ১০টা থেকেই শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান বা ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং বিকেলে পুরস্কার বিতরণ সহ ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন আয়োজিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী সহ অন্যান্য বক্তাগণ ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে তাদের আশীর্বাণী প্রদান করেন। এভাবে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) এর ৫০তম বর্ষে সকল প্রচার বিভাগের উদ্যোগে অত্যন্ত সাড়ম্বরে বিভিন্ন বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকল সম্মেলন অনুষ্ঠানেই ইসকনের এ ৫০তম বর্ষে পদার্পণকে আনন্দের সাথে স্বাগত জানানো হয়।

কৃতি শিক্ষার্থী



ইস্কন ভক্ত শ্রীজনার্দন মাধব দাস ও শক্তি স্বরূপিনী লক্ষ্মী দেবী দাসীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী প্রদ্যুম্ন পাল লক্ষ্মীপুর স. প্র. বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রাপ্ত হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে সকলের কৃপা ও আশীর্বাদ প্রার্থী।

বিরহ সংবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা: ইস্কন ইয়ুথ ফোরাম, বাংলাদেশের পরিচালক শ্রীমান মিত্রগোপা কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী প্রভুর পিতা শ্রীমান নির্মল কৃষ্ণ মন্ডল গত ৬ জানুয়ারি, একাদশী তিথিতে নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫। তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়াদি পিরোজপুর জেলার নাজিরহাট থানাস্থ নিজ বাস ভবনে গত ১৬ জানুয়ারি তারিখে সম্পাদিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন শ্রীপাদ পুষ্পশীল শ্যাম দাস ব্রহ্মচারী ও শ্যামানন্দ গৌর দাস ব্রহ্মচারী। তদুপলক্ষে আহুত বৈষ্ণবসেবায় অংশগ্রহণ করেন শ্রীপাদ ভক্তিপ্রিয়ম গদাধর গোস্বামী মহারাজ, শ্রীচারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী পরম পুরুষ দাস ব্রহ্মচারী সহ ইসকন বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্দিরের ভক্তবৃন্দ এবং স্থানীয় শুভানুধ্যায়ী ভক্তবৃন্দ।

গীতাজয়ন্তী উৎসব

দীপরাজ ঘোষ: সম্প্রতি গীতাজয়ন্তী উপলক্ষে রাজধানী ঢাকার তুরাগ ধউর গ্রামে শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও শ্রীশ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্ট সংঘের (ইসকন অনুমোদিত) আয়োজনে ১২তম বার্ষিক শ্রীশ্রী গীতাযজ্ঞ ও অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হাজারো ভক্তের হাতে ১টি করে গীতা দিয়ে গীতাপাঠ শিক্ষাদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন ইসকন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপাদ চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী। অতপর উক্ত কর্মসূচীর উদ্যোক্তা শ্রী শ্যামস্বরূপ দাস প্রথমে শিক্ষার্থিদেরকে আচমন, মঙ্গলাচরণ ও গুরুপরম্পরা উচ্চারণ করিয়ে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ- এর প্রথম অধ্যায়ের ৪৬টি শ্লোক, অনুবাদ ও তাৎপর্যসহ এক এক করে নিজে পাঠ করে একযোগে সকলকে উচ্চারণ করিয়ে গীতাপাঠ শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন। শ্যামস্বরূপ দাসের উৎসাহে শিক্ষার্থিগণ আত্মোপলব্ধি ও ভগবদ্ধাম প্রাপ্তির প্রধান উপায় হিসেবে নিয়মিত গীতা অধ্যয়ন ও নিজের পরিবারসহ অন্যদেরকেও গীতা অধ্যয়ন করাতে উদ্বুদ্ধ হয়। অতপর ইসকন বাংলাদেশ সভাপতি শ্রীমান শুদ্ধসত্য গোবিন্দ দাসের সভাপতিত্বে গীতাজয়ন্তীর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রী চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী মায়াপুর হরি দাস (যুগ্ম সচিব), উত্তরার বিশিষ্ট ধর্মানুরাগী শ্রী ভজন কুমার সাহা, পরিমল কুমার বিশ্বাস সহ অন্য আলোচকবৃন্দ। বিদগ্ধ আলোচকবৃন্দ মানব জীবনে গীতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন যে, ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হলো গীতা, অতএব মানব সমাজের সর্বোচ্চ কল্যাণের জন্য এ ধরণের অনুষ্ঠান অনেক বড় অবদান রাখবে। অবশেষে সকলকে মহাপ্রসাদে আপ্যায়ন করানো হয়।

নিত্যসেবার সদস্য হউন

আপনি জানেন কি? শ্রীমতি রাধারানীর পিতা বৃষভানু মহারাজের অবতার শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়ের আবির্ভাব স্থান চট্টগ্রাম জেলার হাটাহাজারী থানার মেখল গ্রামে। শুধু তাই নয় শ্রীল বাসুদেব দত্ত ও শ্রীল মুকুন্দ দত্তের প্রাচীন ভজন কুটিরও একই গ্রামে। আপনি গৃহে বসে থেকেও উপার্জিত অর্থের একটি অংশ শ্রীধামে পূজিত শ্রীশ্রী বার্ষভানবীমুরারীর নিত্যসেবায় নিযুক্ত করে মানব জীবনকে সার্থক করতে পারেন। তবে আর দেরি কেন? নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

যোগাযোগ
শ্রীশ্রী পুণ্ডরীক ধাম, মেখল,
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮১৭ ৮৫৭৫৩৭, ০১৮২৩ ০০৭০০৫



মানসম্পন্ন মুদ্রণ ও মুদ্রণোত্তর কাজের জন্য
কমলা প্রিন্টার্স
মণি লেমিনেটরস্
সৃষ্টি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৪১, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৮৩১৪১১৫,
মোবাইল ঃ ০১৭১৪-০১৪৩৩৪



গ্রন্থ বিতরণ আমাদের পারিবারিক ব্যবসা

মাধব স্মৃতেন: শ্রীমান বৈশেষিক দাস তার 'আমাদের পারিবারিক ব্যবসা: শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ প্রচার' গ্রন্থে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে গ্রন্থ প্রচারের ইতিহাস, সাফল্য এবং কৌশল বর্ণনা করেছেন। শ্রীমান বৈশেষিক দাস প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য। তিনি বরাবরই সারা বিশ্বব্যাপী পারমার্থিক গ্রন্থ বিতরণ এবং ভক্তদেরকে শিক্ষাদানের জন্য নতুন নতুন কৌশল অবলম্বনের জন্য বিখ্যাত। তিনি সিলিকন ভ্যালী এবং ক্যালিফোর্নিয়াতে প্রায় তিনশত ভক্ত (২য় পাতায়)

ইসকন নিউজ: ডিজিটাল কনসালটেন্ট শ্রীমান ঘনশ্যাম প্রিয় দাস তিন বছর ভক্তিবেদান্ত মেনরে অবস্থানকালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিও, বিশ্ববিদ্যালয় প্রচার, ব্লগ, যোগাযোগ প্রযুক্তি দ্বারা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার কল্পে যুব শ্রেণীকে সংগঠিত করেন। তারপর 'একসেন্টার' নামক পরামর্শক সেন্টারে যোগদান করাতে সম্ভাবনা আরো বহুগুন বৃদ্ধি পেয়ে যায়।

কর্পোরেট বক্তার অভিনব প্রচার



তিনি বলেন, দূরবর্তী অঞ্চলে ভক্তিযোগ প্রচারের চিন্তাভাবনা বাস্তবে রূপদান শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে মস্তিষ্কে যোগ ব্যায়ামের উপকারিতা সম্পর্কে হাভার্ড বিজনেস (৭ম পাতায়)

টপ থ্রিতে স্থান পেল ইস্কনের তিনটি কীর্তন ব্যান্ড

ইসকন নিউজ: সোল ট্রাভেলার রেডিওর টপ টুয়েন্টি সচেতন এ্যালবামের মধ্যে সেরা তিনটি স্থানই লাভ করেছেন ইসকন কীর্তনীয়ারা। সিডের স্ট্রিংস্যার, এম সি যোগী, দিবা প্রিমাল, কৃষ্ণ দাস এর মতো বিশেষ শ্রোতার মতো বহু শ্রোতার মতামতের ভিত্তিতে বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। শীর্ষ তিনটি, ষোড়শ স্থান সহকারে মোট ৪টি স্থানের মধ্যে জাহ্নবী হ্যারিসনের *'লাইক এ রিভার টু দ্যা সী'* ১ম স্থান, গৌর বানী, পুরুষার্থ দাসের *'দি হনুমান-লিপস এন্ড বাউন্ড'* ২য় স্থান, মাদি দাস ও নয়জন মাতাজীর ডুয়েট এল্যাবাম *'ভক্তি উইদাউট বর্ডার'* তয় স্থান এবং আনন্দ মনেটের 'ইনভাইটেবল টাইম' ষোড়শ স্থানটি অধিকার করেছে। উল্লেখ্য যে, রেডিও শো-র পৃষ্ঠপোষক কীর্তনীয়াদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পৃষ্ঠপোষক বলেন, এটি শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়, শ্রোতাদের জন্য সচেতনতামূলক সংগীত উৎসব। রাশিয়ান বংশোদ্ভূত যুক্তরাজ্যের গুরুকুলের শিক্ষার্থী আনন্দ মনেট ভগবদ্গীতা ও পুরানের সংস্কৃত সংগীত পরিবেশন দক্ষতা লাভ করেছেন। মহাকাব্য মহাভারতের কাহিনী ভিত্তিক তার এ্যালবাম *'ইনভিটেবল টাইম'* সকলকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। গ্র্যামী মনোয়ন লাভ করা *'ভক্তি উইদাউট বর্ডার'* এর জন্য মাদি দাস ৩য় (২য় পাতায়)



সাফল্যমণ্ডিত ক্যারিবীয় যুবযাত্রা

ইসকন নিউজ: ইসকন যুব সমাজের মন্ত্রী মনোরম দাস ও তার সহধর্মিনী শ্রীমতি জয় শ্রী রাধে দাসী সম্প্রতি খ্রীস্টমাস কালে প্রায় ২০জন যুবক-যুবতী সমন্বয়ে ক্যারিবীয় অঞ্চলে ভ্রমণকালে ডমেনিকানে রথযাত্রা সার্থক করে তোলেন। এসময় বেটে জিপসিন এডভেঞ্চার কোম্পানি ভক্তদেরকে ভিন্নমাত্রায় কিছু উপহার দেন। ভক্তরা যেমন হরিনাম সংকীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ করেন তেমনি তারাও যোগ শিক্ষা উপহার দেন। পোর্ট রিশের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ গ্র্যামী পুরস্কার প্রাপ্ত মি. ড্রাকো রোসা ম্যারাকাস গীটার বাজিয়ে প্রসাদ আস্বাদন করেন ও একটি গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। পেন্টো রিজের নিউ গোবর্দ্ধন হিল ইসকন মন্দিরে খ্রীস্টমাসের অপরাহ্নে দুই প্রহর হরিনাম কীর্তন করেন যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বিশেষ কীর্তনীয়া জাহ্নবী হ্যারিসনের সহোদরা তুলসি হ্যারিসন। পুরাতন স্যান জুয়ানের নদী বন্দরে, রাস্তার পাশ দিয়ে, পর্যটন (২য় পাতায়)





শ্রীল সুভগ স্বামী গুরুমহারাজের ৭৫ তম ব্যাসপূজা উৎসব

সঞ্জয় কৃষ্ণ দাস: আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাধন্য শিষ্য, ইসকন গুরুবর্গের অন্যতম দীক্ষাগুরু ও প্রবীণ সন্ন্যাসী শ্রীল সুভগ স্বামী মহারাজের ৭৫তম শুভ আবির্ভাব তিথি ব্যাসপূজা মহোৎসব সাড়ম্বরের সাথে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৪১ সালের পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে কলকাতায় এ মহান বৈষ্ণবের আবির্ভাব ঘটে। সেই তিথি অনুযায়ী গত ৩ জানুয়ারি রবিবার শ্রীল গুরুমহারাজের ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় শ্রীল গুরু মহারাজ এবার বাংলাদেশের ভক্তদের প্রতি কৃপা করার জন্য এ বিশেষ তিথিতে এখানেই অবস্থান করেন। বাংলাদেশে কেন্দ্রীয়ভাবে শ্রীশ্রী জগন্নাথ বল্লভ মন্দির নেত্রকোনায় আয়োজন করা হয় শ্রীল (২য় পাতায়)

ভারতীয় বিমানে খাবার হবে নিরামিষ

এনডিটিভি নিউজ: ভারতের সরকারি বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার স্বল্প দূরত্বের ফ্লাইটের নির্দিষ্ট ক্লাসের সব খাবারই হবে নিরামিষ। সম্প্রতি কেবিন ক্রুদের কাছে পাঠানো এক লিখিত নির্দেশে এক থেকে দেড় ঘণ্টা স্থায়ী সব ফ্লাইটেই নিরামিষ খাবার বিতরণের কথা বলা হয়েছে। সম্প্রতি এয়ার ইন্ডিয়ার মহাব্যবস্থাপক ক্যাপ্টেন ডি এক্স পেসের এক লিখিত নির্দেশে ক্রুদের বলা হয়, ৬১ থেকে ৯০ মিনিট স্থায়ী ফ্লাইটের 'ইকোনমি ক্লাসে'র যাত্রীদের শুধু নিরামিষ খাবারই দেওয়া হবে। ওই নির্দেশে আরো বলা হয়, দুপুর বা রাতের খাবার সময় কোনো চা বা কফি দেওয়া হবে না। এয়ার ইন্ডিয়ার এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, এক থেকে দেড় ঘণ্টার ফ্লাইটে ৩০ থেকে ৪০ মিনিটই ব্যয় হয় খাবার বিতরণে। বিমানের উড্ডয়ন ও অবতরণের মধ্যে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। ওই সময় সব কিছুই বাঁধা থাকে। আর পরবর্তীতে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে সবার মধ্যে পছন্দনীয় খাবার সরবরাহও কষ্টকর। তাই স্বল্প দূরত্বের ফ্লাইটে সব খাবারই নিরামিষ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। নিরামিষ আহার সুস্বাদু, পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এবং সার্বজনীন। সকলেই তা গ্রহণ করতে পারে।





ইসকন নিউজ: ইসকন প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে আহমেদাবাদে ১২ হাজারের বেশি গ্রন্থ প্রচারিত হয়। স্থানীয় রিজেন্ট হোটেলের কর্ণধার, ইসকনের আজীবন সদস্য শ্রীমান রাজেশ কারিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় এ হোটেলেই সমবেত দুই শতাধিক ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে গীতা জয়ন্তী অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। মন্দির অধ্যক্ষ শ্রীমান যশোমতি নন্দন দাস শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আন্তর্জাতিক সমন্বয়ক শ্রীপাদ রমাপাদ দাস বলেন, "বিশ্বের সর্ববৃহৎ

আহমেদাবাদে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে ১২ হাজারের বেশি গ্রন্থ বিতরণ

প্রকাশনা সংস্থা হিসেবে বিবিটি একশত কোটি গ্রন্থ প্রচার করেছে। বিগত সময়ে ইসকনের অর্জন উল্লেখ করার সাথে সাথে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, একমাত্র এ ধর্মগ্রন্থের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় পরিবর্তিত হয়েছে এবং তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবায় যোগদানের নিমিত্তে ভক্তিযোগ অবলম্বন করেছে। আহমেদাবাদ ইসকনের সহ-অধ্যক্ষ শ্রীমান বিষ্ণু নাম দাস বলেন, প্রথমবারের মতো এখানে গীতা জয়ন্তী অনুষ্ঠান উদযাপিত হলো। নতুন দিল্লীর রোহিনী মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীমান কেশব মুরারী দাস সকলকে ম্যারাথন উপলক্ষে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।





ডাকযোগে পেতে চাইলে কমপক্ষে ৫০ কপি অর্ডার করুন।
মোবাইল: ০১৭১৫ ৭৫ ৮৯ ৪৮

সম্পাদক : শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, সম্পাদক কর্তৃক ৭৯, স্বামীবাগ রোড, স্বামীবাগ আশ্রম, ঢাকা-১১০০ হতে প্রকাশিত।
ফোন-০২-৯৫১১৯৫০-৭ মোবাইল: ০১৭১৫-৭৫৮৯৪৮ (বিকাশ), ০১৭৩৩-০৫৯২০৮ website : http://www.iskconbd.org e-mail:hksamacar@gmail.com